কিশলয়

সাহিত্য

দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য

আমার নাম .....

আমার মায়ের নাম .....

আমার বাবার নাম .....

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম .....

আমার রোল নম্বর .....

আমাদের বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম .....

.....

আমাদের গ্রামের নাম/শহরের নাম .....

আমাদের জেলার নাম .....

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার

এই পুস্তক অনুমোদিত বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

* বিক্রয়যোগ্য নয় *

প্রকাশক
পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার
বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি কে-৭/১, সেক্টর ২, বিধান নগর
কলকাতা - ৭০০ ০৯১
কর্তৃক প্রণীত

"Neither this book nor any keys, hints, comments, notes, meanings, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Book Act, 1977."

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

নব পর্যায় প্রথম সংস্করণ : মার্চ, ২০০১
নব পর্যায় পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৪
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০০৫
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০০৬
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০০৭
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০০৯
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১০
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১১
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১২

মুদ্রক :
সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা ৭০০ ০৫৬

কিশলয়

সাহিত্য

দ্বিতীয় শ্রেণি

পর্ষদের কথা

প্রাথমিক স্তরে বাংলা ভাষাশিক্ষার জন্য প্রচলিত 'কিশলয়' সাহিত্য দ্বিতীয় ভাগ (নব পর্যায়-সংস্করণ) প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০১ সালের মার্চ মাসে। এরপর ২০০২ ও ২০০৩-এ এই সংস্করণের দু-টি পুনর্মুদ্রণ হয়। কিন্তু এই গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণটি প্রচলিত পূর্ব সংস্করণের অবিকল পুনর্মুদ্রণ নয়। ২০০৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির যে পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকীকরণ করা হয়, তারই ভিত্তিতে বর্তমান বইটি প্রণীত হয়েছে। এটি প্রচলিত সংস্করণের পরিমার্জিত রূপ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৪-এ।

পর্ষদের বিষয় বিশেষজ্ঞগণ নানা পর্যালোচনার পর প্রথমে একটি খসড়া পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন এবং পরে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত কয়েকটি বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলক পাঠ পরিচালনার মাধ্যমে এই পাণ্ডুলিপিটির উপযুক্ততা যাচাইয়ের পর এবং শিক্ষিকা-শিক্ষকদের পরামর্শ গ্রহণ করে বইটির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয় ২০০১-এ। আশা করি 'কিশলয়' সাহিত্য দ্বিতীয় ভাগের এই পর্যায়ের পরিমার্জিত সংস্করণ ভাষাশিক্ষার কাজে আরও বেশি কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হবে।

এই বইয়ের বৈশিষ্ট্য হল, এটি সামর্থ্যভিত্তিক, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক, সক্রিয়তাভিত্তিক এবং আনন্দদায়ক পঠন-পাঠনের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ রেখে প্রণীত হয়েছে। স্ব-শিখনের আয়োজনও রাখা হয়েছে এতে। এক কথায় এই বইটিকে শিক্ষার্থী বান্ধব হিসেবে প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পর্ষদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে বইটিতে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে এবং বাংলা হরফেরও স্বচ্ছতাবিধান করা হয়েছে।

এই বইটির সংকলন, সম্পাদনা ও অলংকরণের ব্যাপারে যে সমস্ত বিষয়-বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

যে সমস্ত কবি, লেখক, নাট্যকার ও প্রবন্ধকারের রচনা এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, পর্ষদ তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

বইটির চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থার (পূর্বতন ডি. পি. ই. পি., পশ্চিমবঙ্গ) সাহায্য আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকার প্রাথমিক স্তরের সমস্ত পাঠ্যবই প্রকাশ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকেন। এই বইয়ের বর্তমান সংস্করণও ওই একইভাবে যথাসময়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছে যাবে বলে আশা করা যায়।

বইটির গুণগত মানোন্নয়নের জন্য সবরকম যুক্তিগ্রাহ্য অভিমত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ডি কে-৭/১, সেক্টর ২, বিধাননগর
কলকাতা - ৭০০ ০৯১
ডিসেম্বর, ২০১২

সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

কিশলয়

সাহিত্য

দ্বিতীয় শ্রেণি

পরিমার্জিত নব পর্যায় সংস্করণের ভূমিকা

২০০৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির যে পুনর্বিন্যাস ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে 'কিশলয়' দ্বিতীয় ভাগ-এর এই পরিমার্জিত সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন ২০০৪-এ। বইটির পুনর্মুদ্রিত এই নতুন সংস্করণ রাজ্যের অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করার জন্য বিদ্যালয়-শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত হল। এই উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁদের পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী সকলের কাছ থেকে সুচিন্তিত অভিমত প্রার্থনা করি।

ডিসেম্বর, ২০১২
বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার
বিকাশ ভবন, কলকাতা-৭০০০৯১

বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষিকা-শিক্ষকের উদ্দেশ্যে

বইটির পঠন-পাঠন কীভাবে চলবে

এই বইয়ের পঠন-পাঠন ও প্রতি পাঠ এককের কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য অর্জনের সহায়ক হবে, এই ভেবে নীচে কয়েকটি পাঠ-নির্দেশ দেওয়া হল। বইয়ের পাঠগুলোর পরিকল্পনা ও বিন্যাস সেভাবেই করা হয়েছে। সেটাও শিক্ষিকা-শিক্ষকের ভালোভাবে জেনে নেওয়া দরকার।

☐ পড়ার আনন্দ

১। প্রথম ৩টি ছড়া কেবল পড়ে আনন্দ পাবার জন্য। এগুলো কোনোরূপ বিষয়বোধ বা ভাষা অনুশীলনের জন্য নয়। বইয়ের শেষ পাঠের পরেও শুধু পড়ার আনন্দের জন্য একটি কবিতা ও একটি মজার গল্প দেওয়া হয়েছে। বইয়ের বিভিন্ন পাঠে যেসব যুক্তাক্ষর শেখানো হয়েছে সেগুলো আয়ত্ত করলেই এ-দুটি লেখা পড়া যাবে। শুধু পড়ার জন্য, তাই এতে কোনো অনুশীলনী নেই।

☐ পুনরালোচনা

১। কিশলয় প্রথম ভাগে পড়ুয়া অসংযুক্ত বর্ণ ও সেগুলো দিয়ে শব্দ ও বাক্য পড়তে শিখেছে। তারই পুনরালোচনার জন্য একটি পাঠ দেওয়া হয়েছে।

☐ যুক্তাক্ষর শেখা

১। পাঠগুলো প্রধানত যুক্তাক্ষর শেখার ও লেখার সামর্থ্য অর্জনের জন্য।

২। যুক্তাক্ষর শেখার পদক্ষেপগুলো নীচে দেখানো হল :

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

যুক্তাক্ষর শেখানো		উদাহরণ
— আদর্শ পাঠ দেবেন	: আনন্দবাবুর মস্ত বাগান	— আপনার সঙ্গে পড়ুয়া পড়ল
— পড়ুয়াকে আপনার অনুসরণে পড়তে বলুন	:	
— পাঠের শব্দে একটি যুক্তাক্ষরের নীচে দাগ দিতে বলুন	: আনন্দবাবুর মস্ত বাগান	— যুক্তাক্ষরের শব্দে (আনন্দবাবুর) দাগ দিন
— শব্দের যুক্তাক্ষর বোর্ডে/পকেট বোর্ডে লিখে চিনিয়ে দিন, লিখতে শেখান	: ন্দ	— যুক্তাক্ষরটি বোর্ডে দেখাবেন
— পড়ুয়াকে ওই যুক্তাক্ষর খাতায়/স্লেটে লিখতে দিন	: নন্দ নিন্দা	— যুক্তাক্ষর দিয়ে শব্দ গড়তে দেবেন
— যুক্তাক্ষর ভেঙে দেখান	: ন্দ—ন + দ	— যুক্তাক্ষরটি ভেঙে দেখাবেন
— যুক্তাক্ষর ব্যবহার করে শব্দ গড়তে শেখান	: ফন্দি, বন্দুক	

☐ একক বিষয়-বোধ

১। অবশিষ্ট পাঠ এককগুলোতে যুক্তাক্ষরের সঙ্গে পাঠের বক্তব্য বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় পড়ুয়ার নিজের মতো করে বুঝতে ও প্রকাশ করতে পারার সামর্থ্য অর্জনে জোর পড়বে।

☐ পাঠের বিন্যাস

১। 'পাঠ' ও 'অনুশীলনী'—প্রতি পাঠ এককের এই দুই অংশ। পাঠের ছবিকে পাঠের বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় ও প্রশ্নোত্তরের কাজে লাগানো।

২। অনুশীলনীতে আছে মৌখিক ও লিখিত প্রশ্ন। লিখিত কাজের বেশির ভাগ পড়ুয়া খাতায়/স্লেটে করবে। বাকিটা লিখবে বইয়ের পাতার নির্দিষ্ট স্থানে। কোন্‌টা কীভাবে করতে হবে শিক্ষিকা-শিক্ষক দরকারমতো বুঝিয়ে দেবেন।

☐ **মৌখিক প্রশ্ন**

১। মৌখিক প্রশ্নের দুটো ভাগ : (ক) পাঠের শুরুতে, (খ) পাঠের শেষে। (ক) পাঠের শুরুতে মূল পাঠ্য বিষয়ের ভূমিকা হিসেবে পাঠ্য-বহির্ভূত নানা আনুষ্ঠানিক প্রশ্নের অবতারণা করতে হবে এবং এইসব প্রশ্নের সূত্র ধরেই পড়ুয়াকে মূল পাঠের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে পাঠের ছবি দেখিয়েও ভূমিকা তৈরি করা যেতে পারে। (খ) পাঠের শেষে বিষয়বোধ হল কি না জানার জন্য অনুশীলনীতে কয়েকটি নমুনা প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠের শুরুতে ও পাঠের শেষে দেওয়া নমুনা-প্রশ্নের অনুরূপ আরও প্রশ্ন করা যেতে পারে।

☐ **লিখিত**

১। লিখিত অংশের কাজ আগে মুখে মুখে করে নিয়ে তারপর লেখার নির্দেশ দেবেন।

২। শ্রুতলিখন অবশ্যই পঠিত অংশের বাইরে থেকে দিতে হবে। নমুনা দেওয়া আছে।

☐ **কাজ**

- ☐ ভাষা বিষয়ক কাজগুলো পঠন-পাঠনকে সক্রিয় ও আনন্দময় করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ আরও কাজ শিক্ষিকা-শিক্ষক নিজেরা উদ্ভাবন করবেন।
- ☐ **শব্দ ভেঙে যুক্তবর্ণ না দেখিয়ে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ যোগ করে যুক্তবর্ণ শেখানো হয়েছে। তাই এই বইতে যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাবার সময়ে প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণে হস্‌ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়নি।**
- ☐ অনেক ক্ষেত্রে অ্যা-ধ্বনি বোঝাতে (্যা)-এর বদলে (ে) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।
- ☐ পাঠের আনন্দের জন্য : একটি কবিতা ও একটি গদ্যাংশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষিকা/শিক্ষক পড়ুয়াদের দিয়ে কবিতাটি মুখস্থ করাবেন (কবিতাটির সঠিক উচ্চারণ ও ছন্দ সহ নিজে একবার পাঠ করে শোনাবেন)। আপনি গল্পটি নিজে পড়ার পরে প্রত্যেক পড়ুয়াকে গল্পটি পড়তে বলবেন এবং গল্পটি নিজের ভাষায় বলতে বলবেন।

  এর মধ্য দিয়ে কবিতা ও গদ্য পাঠের সামর্থ্য অর্জন করার বিষয়টি মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

পাঠ্যসূচি

দ্বিতীয় শ্রেণি (পড়ুয়ার আনুমানিক বয়স : ৬+ বছর)

বিষয় : বাংলা (প্রথম ভাষা)

সামর্থ্য

মৌখিক : শোনা, বোঝা ও বলা :

১. সহজ কিন্তু অপরিচিত কবিতা, গান ও গল্প বোধসহ শোনা; ২. পরিচিত পরিবেশে সংলাপ এবং কথাবার্তা বুঝতে পারা; মৌখিক অনুরোধ, নির্দেশ, আদেশ এবং প্রশ্নাদি বুঝতে পারা; ৩. মান্য উচ্চারণে কথা বলতে পারা।

☐ পড়া ও লেখা :

১. যুক্তবর্ণ চিনতে, বুঝতে ও লিখতে পারা, ২. পাঠ্যবই ও পাঠ্যবই-বহির্ভূত গল্প পড়তে পারা ৩. দেখে ও শুনে শব্দ এবং বাক্য লিখতে পারা, ৪. মৌখিক অথবা লিখিত পাঠের অন্তর্গত ঘটনাবলিকে ধারাবাহিকভাবে মনে করতে পারা, ৫. শোনার পর 'কী' 'কীভাবে' ধরনের প্রশ্নের উত্তর বলতে ও লিখতে পারা, ৬. কমবেশি ২০০০ শব্দ আয়ত্ত করতে পারা।

পঠন-পাঠনের জন্য বরাদ্দ সময় :

১. মোট আপাতত কার্যদিবস— ২০০ দিন।

২. প্রত্যহ ১টি করে পিরিয়ড— সপ্তাহে ৬টি পিরিয়ড প্রথম ভাষা পঠন-পাঠনের সময় হিসেবে নির্দিষ্ট।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পাঠ-নির্বাচনের বিষয় :

(১) মনীষীদের জীবন, (২) দেশপ্রেমিক বীর শহিদদের জীবন, (৩) প্রতিবন্ধকতাকে জয় করা, (৪) ভ্রমণ, (৫) স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক, (৬) বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ, (৭) এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক বর্ণনা, (৮) হাসি (কৌতুক), (৯) শিশুর কল্পনা, (১০) মূল্যবোধ, (১১) জীবপ্রীতি, (১২) শ্রমের মর্যাদা, (১৩) শিশু শ্রমের বিরোধিতা এবং সচেতনতা জাগানো।

ভাষা-পরিচয় : যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ/বাক্য গঠন, উলটো অর্থের শব্দ, শূন্যস্থানে সঠিক শব্দের ব্যবহার।

মূল্যায়ন : মৌখিক ও লিখিত— (১) শুনে ঠিকমতো উত্তর করতে পারা, (২) মান্য উচ্চারণে গল্প, কবিতা পড়তে পারা, (৩) আবৃত্তি করতে পারা, (৪) যুক্তবর্ণ ভাঙা-গড়া এবং যুক্তবর্ণ দিয়ে বাক্য গঠন, (৫) প্রশ্ন পড়ে বুঝে উত্তর দেওয়া, (৬) কাল সম্বন্ধে ধারণা।

কীভাবে মূল্যায়ন :

১. পাঠ এককের এক-একটি অংশের (উপ-এককের) পঠন-পাঠনের শেষে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন, ২. পাঠের (অনধিক ৩টি একক) শেষে এককভিত্তিক মূল্যায়ন, ৩. পর্ব অনুযায়ী কয়েকটি পাঠ এককের পর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বশেষে পার্বিক মুল্যায়ন এবং ৪. তৃতীয় পর্বের শেষে প্রান্তীয় সমর্থ্যভিত্তিক সামগ্রিক মূল্যায়ন— এভাবে মূল্যায়ন পরিচালনা করতে হবে।

কিশলয়

সাহিত্য

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ঝিনেদার জমিদার (ছড়া) ১
বিস্কুট (ছড়া) ১
তুমি কে (ছড়া) ২
পাঠ একক : এক
পিঁপড়ে ও ফড়িং ৩
পাঠ একক : দুই
আনন্দবাবুর মস্ত বাগান ৫
পাঠ একক : তিন
মাকড়সার জালে ৭
পাঠ একক : চার
খুকি ও কাঠবেড়ালি : (ছড়া) ৯
পাঠ একক : পাঁচ
নেমন্তন্ন ১১
পাঠ একক : ছয়
পরিবেশ ও আমরা ১৩
পাঠ একক : সাত
হিংসার ফল ১৫
পাঠ একক : আট
আসল কথা (কবিতা) ১৭
পাঠ একক : নয়
হরিণের শিং ১৯
পাঠ একক : দশ
দর্জি ও জাদুকর ২১
পাঠ একক : এগারো
কৃষ্ণনগর (কবিতা) ২৩
পাঠ একক : বারো
শ্যাম ময়রার প্রথম জিলিপি ২৫
পাঠ একক : তেরো
পিকনিক ২৭
পাঠ একক : চোদ্দো
কারখানা : (কবিতা) ২৯
পাঠ একক : পনেরো
খেলার মাঠে ৩১
পাঠ একক : ষোলো
আমার মা ৩৩
পাঠ একক : সতেরো
আমরা করব জয় ৩৫

পৃষ্ঠা

পাঠ একক : আঠারো
আকাশে ওড়া : (কবিতা) ৩৭
পাঠ একক : উনিশ
তপোবন : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৯
পাঠ একক : কুড়ি
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৪১
পাঠ একক : একুশ
দুর্গার মুক্তি ৪৪
পাঠ একক : বাইশ
কাঁদুনি : অন্নদাশঙ্কর রায় (ছড়া) ৪৬
পাঠ একক : তেইশ
পরেশনাথ পাহাড়ের ঢালে ৪৮
পাঠ একক : চব্বিশ
এ কেমন খেলা ৫০
পাঠ একক : পঁচিশ
সুস্থ শরীর সুস্থ মন:(সংলাপ) ৫৩
পাঠ একক : ছাব্বিশ
দুই বন্ধু (ছবিতে গল্প) ৫৬
পাঠ একক : সাতাশ
চাষ করি আনন্দে : (কবিতা) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৮
পাঠের আনন্দের জন্য :
১. ফাল্গুন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (কবিতা) ৬০
২. খুড়োর কাণ্ড (গদ্য) ৬০
সামর্থ্য মূল্যায়ন : মৌখিক ৬১
সামর্থ্য মূল্যায়ন : লিখিত-১ ৬২
সামর্থ্য মূল্যায়ন : লিখিত-২ ৬৩
সামর্থ্য মূল্যায়ন : লিখিত-৩ ৬৪
সামর্থ্য মূল্যায়ন : লিখিত-৪ ৬৫
ভাষা শিক্ষার বিষয়ে কিছু কাজের নমুনা ৬৬
পাঠে ও শিখনে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ ৬৮
অভিধান ৭০
একটি নমুনা পাঠ-টীকা ৭৫
নমুনা মূল্যায়ন পত্র ৭৬

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ঝিনেদার জমিদার

ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা
সে বছর পুষেছিল একপাল পায়রা।
বড়োবাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়,
পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
হাঁসগুলো জলে চলে আঁকাবাঁকা রকমে,
পায়রা জমায় সভা বক্-বক্-বকমে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিস্কুট

কুট কুট
বিস্কুট।
মুঠ মুঠ
বিস্কুট।
যেথা রাখি
লুকিয়ে,
সেথা করে
লুট! লুট!
কে খায় রে,
কে খায় রে!
শুনে দেয়
ছুট! ছুট!

অন্নদাশঙ্কর রায়

তুমি কে?

খোকন, ফুলের তুমি কে?
দেখছি যেন তেমন হাসি
তোমার হাসিতে।
খোকন, ফুলের তুমি কে?

খোকন, পাখির তুমি কে?
শুনছি যেন সেই কাকলি
তোমার বুলিতে!
খোকন, পাখির তুমি কে?

JCATION DEPARTMENT
NT OF WEST BENGAL

খোকন, মায়ের তুমি কে?
বুক-জুড়ানো ধনটি এমন
আর তো দেখিনে!
খোকন, মায়ের তুমি কে?

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

পাঠ একক : এক

পিঁপড়ে ও ফড়িং

সামর্থ্য : ১। যথাযথ উচ্চারণ ও যতিচিহ্ন সহযোগে পড়তে পারা
২। শুনে/পড়ে বলতে পারা, সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা, শব্দ/বাক্য লিখতে পারা
৩। সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়—গল্পের এই ইঙ্গিত বুঝতে পারা

খুব শীত পড়েছে। ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে একটা ফড়িং এল পিঁপড়ের কাছে।

পিঁপড়ে বলল—এই হাড়-কাঁপানো শীতে আমার কাছে এসেছ কী মনে করে?

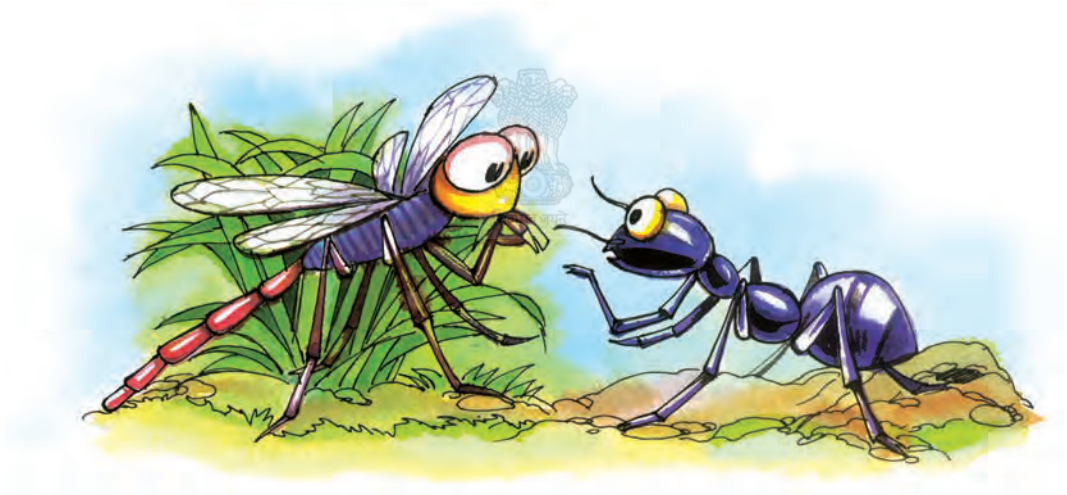

ফড়িং বলল—পিঁপড়ে ভাই, ঘরে খাবার নেই মোটে। তোমার কাছে কিছু খাবার ধার চাইতে এসেছি।

পিঁপড়ে অবাক হয়ে বলল—তোমার খাবার তো আমার কাছে নেই। তবে গরমের দিনগুলোতে কী করছিলে? তখন তোমার খাবার তুমি জোগাড় করে রাখনি কেন?

ফড়িং কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল—সময় পাইনি ভাই। গরমের দিনগুলো গান গেয়ে গেয়ে কাটিয়েছি।

পিঁপড়ে রেগে গিয়ে বলল—শীতের দিনগুলো তবে নেচে নেচে কাটিয়ে দাও।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। ফড়িং কে কে দেখেছ?

২। ওরা কী করে?

৩। যত রকমের পিঁপড়ে দেখেছ সেগুলির দু-তিনটির নাম করো।

৪। ওরা কী খায়? ইত্যাদি প্রশ্ন।

(পাঠের শেষে)

১। গল্পে কোন্ কোন্ ঋতুর কথা আছে?

২। কে কার কাছে এসেছে?

৩। কী জন্য এসেছে?

৪। প্রশ্ন শুনে পিঁপড়ে কী বলল? পিঁপড়ে কি ফড়িংকে ফিরিয়ে দেবে—তোমার কী মনে হয়?

লিখিত প্রশ্ন :

১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

ক। (ফড়িং পিঁপড়ের কাছে/পিঁপড়ে ফড়িংয়ের কাছে) এসেছে।

খ। (ফড়িং/পিঁপড়ে) শীতের জন্য খাবার জোগাড় করে রেখেছে।

গ। ফড়িং ও পিঁপড়ের মধ্যে ভাব (ছিল না/ছিল)।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

ক। . . . . . .

খ। . . . . . .

গ। . . . . . .

২। বন্ধনীর বর্ণ শূন্যস্থানে বসিয়ে শব্দ বানাও। একটি দেখে নাও।

(যা) - ১। যান ২। যারা। (শী) - ১। ত। ২। তল।

(কা) - ১। দা ২। টা। (বি) - ১। ল। ২। কাল।

৩। বিপরীত অর্থের শব্দ পাশাপাশি লেখো। একটি দেখে নাও।

(দূরে/বাইরে/গরমকাল/দিনে) (কাছে/ভিতরে/শীতকাল/রাতে)

১। দূরে— কাছে। ২। . . . . — . . . . .।

৩। . . . . — . . . . .। ৪। . . . . — . . . . .।

কাজ ঃ একজন ফড়িং/পিঁপড়ের এবং অন্যান্য পতঙ্গের আকৃতির ও আচরণের কথা বলবে, অন্যজন সেটা শুনে বলবে সেটি ফড়িং না পিঁপড়ে। যেমন, এ বলবে—পাখা আছে, ও বলবে—ফড়িং। এরকম—পিলপিল হাঁটে কে?

পাঠ একক : দুই

আনন্দবাবুর মস্ত বাগান

সামর্থ্য : ১। যুক্তবর্ণ চেনা ও যুক্তবর্ণ যোগে গঠিত শব্দ বলতে, পড়তে ও লিখতে পারা
২। সহজ প্রশ্নের উত্তর বলতে ও লিখতে পারা
৩। ছাপা লেখা পড়ে ও শুনে শুনে বলতে ও লিখতে পারা
৪। গাছপালার প্রতি মমত্ববোধ জাগাতে পারা

গোবিন্দপুরের সীমান্তে আনন্দবাবুর মস্ত বাগান। সুমন্ত ওই বাগানের মালী। সে বিস্তর গাছের চারা ও বীজ আনে। বাগানে পোঁতার বন্দোবস্ত করে।

সুমন্ত শান্ত মানুষ। কিন্তু বাগানের ফুল-পাতা ছেঁড়া তার পছন্দ নয়। তবে এক এক দিন তার মন্দ কাটে না। সে-সব দিনে ইস্কুলের ছুটির পরে ছেলেমেয়েরা তার বাগান দেখতে আসে। সাথে থাকেন তাদের দিদিমণি। সুমন্ত সেদিন সুমন্তদা। তারা সুমন্তদার কাছে শিখে নেয় জমি তৈরি আর গাছ লাগাবার সমস্ত নিয়ম। ফেরার সময় তারা সুমন্তদার কাছে তাল খেজুর নারকেল গাছের পাতা চেয়ে নেয়। এ সব তাদের হাতের কাজে লাগে। দিদিমণি তাদের বুঝিয়ে দেন গাছ মানুষের কত উপকার করে।

- এই পাঠে যে যে যুক্তবর্ণ আছে : ন্দ স্ত ন্ত
- ত ফলা যুক্ত আরও কয়েকটি শব্দ : ক + ত — ক্ত / রক্ত, তক্তা, শক্তি
  প + ত — প্ত / গুপ্ত, সপ্তাহ

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। কে কে বাগান দেখেছ? ২। কীসের বাগান দেখেছ? ৩। সেখানে কী কী দেখেছ?

(পাঠের শেষে)

১। বাগানটি কার? ২। দেখাশোনা কে করেন? ৩। তিনি কী কী কাজ করেন?

৪। তিনি কী পছন্দ করেন না? ৫। তুমি বাগান করতে চাইলে কী কী করবে?

৬। **মুখে মুখে বলো :** কান্তিবাবু শান্ত অতি/সন্দেশ তাঁর পছন্দ।
সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকেন/তাতেই যে তাঁর আনন্দ।

৭। **বানান করো :** নন্দ, বসন্ত, অস্ত, ফন্দি, অন্তত, বস্তু।

লিখিত প্রশ্ন :

১। যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাও : **ন্ত** | | **ন্দ** | | **স্ত** | |

২। ছক থেকে শব্দ বানাও :

দুর	ন্ত
বস	

১। _____

২। _____

সু	ন্দ	র
ব		র

১। _____

২। _____

ম	স্ত
অ	

১। _____

২। _____

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৩। ন্দ, ন্ত, স্ত দিয়ে তৈরি শব্দ ওপর থেকে বেছে নিয়ে বসাও :

ছোটোরা _____ হয়। গোলাপ বড়ো _____ ফুল।

হাতির _____ বড়ো শুঁড়। কোকিল _____ কালে ডাকে।

৪। ৪টি শব্দ লেখো। তোমার শব্দে এই পাঠে শেখা যুক্তাক্ষর থাকা চাই।

১। _____। **২।** _____।

৩। _____। **৪।** _____।

৫। খাতায় / স্লেটে শুতলিখন : **শান্তিবাবু বস্তা বেঁধে কী এনেছেন? আন্দাজ করো তো!**

কাজ : টুসি—আমি একটি ফুল দেখেছি। ফুলটির নাম কী—বলো তো? ১ম বন্ধু—ফুলটির রং কী রকম? টুসি—লাল। ২য়—ফুলটির কটি পাপড়ি? টুসি—পাঁচটি। ৩য়—পাপড়িগুলো কি হাঁ-করা? টুসি—হ্যাঁ। ৪র্থ—মাঝখানে কি একটি শুঁড় আছে? টুসি—হ্যাঁ। ৫ম—তাহলে ফুলটি হল জবা। যদি কেউ বলতে না পারে তাহলে টুসি বলে দেবে। এরকম করে গাছ, পাখি, জীবজন্তু নিয়ে খেলা যেতে পারে।

পাঠ একক : তিন

মাকড়সার জালে

সামর্থ্য : ১। পাঠের যুক্তবর্ণ চেনা, যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ বলতে, পড়তে ও লিখতে পারা
২। সহজ প্রশ্নের উত্তর বলতে ও লিখতে পারা
৩। ছাপা লেখা পড়ে ও শুনে বলতে ও লিখতে পারা
৪। দুর্জনের কথায় বিশ্বাস করলে যে বিপদ হয়—তা বুঝতে পারা

মাকড়সা জাল বোনে, সে মাঝখানটায় বসে থাকে। একদিন একটা মাছিকে সে বলল—কাছে আয়। পোকামাকড়দের বাচ্চা খাবি আয়। উড়ে উড়ে খাবার খুঁজতে হবে না আর।

মাছি ইতস্তত করে।

মাকড়সা বলে—আচ্ছা, তোকে আসতে হবে না। তুই দূরে দাঁড়া, আমি তোকে দেখি। তুই হলি গোলগোবিন্দ পাখি। উড়ে বেড়াস আনন্দে। মাটিতে বসলে তুই শুঁড় নাড়াস। তখন ভারী সুন্দর লাগে তোকে দেখতে।

মাকড়সার বজ্জাতি মাছি বুঝতে পারে না। নিজের গুণের কথা শুনে সে খুব খুশি হয়ে বলে—যাচ্ছি, দাঁড়াও।

মাছি যেতে গিয়ে আগাপাশতলা জালে জড়িয়ে গেল। মাকড়সা যা চেয়েছিল তাই হল।

- গোলগোবিন্দ—প্রচলিত ছড়ায় মাছিকেই গোলগোবিন্দ পাখি বলা হয়।
- এই পাঠে নতুন যে যে যুক্তবর্ণ আছে : **চ্চ, চ্ছ, জ্জ**
- চ-ফলাযুক্ত আরও কয়েকটি শব্দ : **ঞ্চ—মঞ্চ/চঞ্চল। শ্চ—নিশ্চয়/পশ্চিম**
- জ-ফলাযুক্ত আরও কয়েকটি শব্দ : **ঞ্জ—গুঞ্জন/খঞ্জ। ক্জ—কুব্জ/অব্জ**

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। মাকড়সা কে কে দেখেছ?

২। মাকড়সার জাল কে কে দেখেছ?

৩। মাকড়সার জাল কোথায় দেখা যায়?

৪। মাছি আমাদের কী অসুবিধা ঘটায়? ইত্যাদি।

(পাঠের শেষে)

১। মাকড়সাটি কোথায় বসেছিল?

২। সে মাছিকে কীসের লোভ দেখাল?

৩। মাছি খুশি হল কেন?

৪। যেতে গিয়ে তার কী দশা হল?

৫। মাকড়সা কী চেয়েছিল?

৬। এখানে কাকে কাকে দু-জন বোঝানো হয়েছে?

৭। **মুখে মুখে বলো** : কাচ্চা বাচ্চা আচ্ছা ইচ্ছা বিচ্ছু সজ্জা মজ্জা লজ্জা

৮। **বানান করো** : আচ্ছা উচ্চ সজ্জন তুচ্ছ

লিখিত প্রশ্ন :

১। ভেঙে দেখাও :

চ্চ - ____ + ____ । **চ্ছ** - ____ + ____ । **জ্জ** - ____ + ____ ।

২। পরের বর্ণের সঙ্গে একটি করে বর্ণ যোগ করে যুক্তবর্ণের শব্দ বানাও। প্রথমটি দেখো।

মজা - মজ্জা

লজা- ________ । **বাচা**- ________ । **তুচ**- ________ ।

৩। কার কোন্‌টা আছে লেখো (আছে/ নেই — লিখবে)

মুখ - ________ ________

চোখ - ________ ________

পা - ________ ________

ডানা - ________ ________

৪। শ্রুতলিখন : **ইচ্ছেমতো খাস্তাগজা। বাচ্চা ছেলের বড়োই মজা।**

পাঠ একক : চার

খুকি ও কাঠবেড়ালি

সামর্থ্য : ১। শুনে বুঝতে, বলতে, দেখে পড়তে পারা
২। ঠিকমতো আবৃত্তি করতে পারা
৩। এই পাঠের যুক্তবর্ণ চিনতে, শিখতে, লিখতে পারা

কাঠবেড়ালি! কাঠবেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাবি নেবু? লাউ?
বেড়াল-বাচ্চা? কুকুর-ছানা? তাও?
ডাইনি তুমি হোঁতকা পেটুক,
খাও একা পাও যেথায় যেটুক!
বাতাবি নেবু সকলগুলো
একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো!
তবে যে ভারী লেজ উঁচিয়ে পুটুস্ পাটুস্ চাও?
ছোঁচা তুমি! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার! যাও!

(সংক্ষেপিত)
কাজী নজরুল ইসলাম

- এই পাঠে নতুন যে যুক্তবর্ণ আছে— **ঙ্গ**
- ঙ্গ দিয়ে আরও কয়েকটি শব্দ — **অঙ্গ গঙ্গা ভঙ্গি সঙ্গী ভঙ্গুর**

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। পাঠ ও আবৃত্তি।

(পাঠের শেষে)

(ক) কাঠবেড়ালির সঙ্গে কে কথা বলছে?

(খ) কাঠবেড়ালি কি তার কথার উত্তর দিচ্ছে?

(গ) কাঠবেড়ালি কী খায়? কীরকম করে তাকায়?

লিখিত প্রশ্ন :

১। খাতায় বা স্লেটে কবিতাটির প্রথম চার লাইন মুখস্থ লেখো।

২। ভেঙে দেখাও : **ঙ্গা-** ____ + ____ ।

৩। শূন্যস্থানে **ঙ্গা** বসাও। শব্দগুলো পড়ো :

ব____। অ____। স____। জ____ল। লু____

৪। একই অর্থের শব্দ পাশে পাশে লেখো : হোঁতকা / পেটুক / নুলো / ছোঁচা

বেশি মোটা- ____ । **বেশি খায়-** ____ ।

পশুর থাবা- ____ । **লোভী-** ____ ।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৫। ছবিটিতে রং দাও।
এর সম্বন্ধে ৩টি বাক্য লেখো।

১। _____

২। _____

৩। _____

৬। কাঠবেড়ালি কী কী খায়? তিনটির কথা লেখো।

১। _____ ২। _____ ৩। _____

৭। স্লেটে/খাতায় শ্রুতলিখন। **আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গাল সাফ করবার দিন। সব ছেলেরা দঙ্গাল বেঁধে যাবে।**

পাঠ একক : পাঁচ

নেমন্তন্ন

সামর্থ্য : ১। 'আনন্দবাবুর মস্ত বাগান'-এর ১, ২, ৩-এর অনুরূপ
২। বিভিন্ন আত্মীয়তা-সম্পর্ক চিহ্নিত করতে পারা

নন্দকে জানালা দিয়ে দেখে চেঁচিয়ে বললাম—সক্কাল বেলা উঠে কোথায় যাচ্ছিস রে?

নন্দ বলল—কোন্নগর যাচ্ছি। অন্নদাদিদির বাড়ি। দিদির ছেলের মুখেভাত। মাসি আর মেসোমশায় আসবে অনন্তপুর থেকে। আমার মাসতুতো বোন তিন্নি আর উত্তমাও আসবে। আমার ছোটো ভাই চিত্ত আছে মান্নাপাড়ায় পিসিমণির কাছে। চিত্তকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। মান্নাপাড়া আমার যাবার পথেই পড়বে। আরও অনেকের নেমন্তন্ন।

বললাম—পথে রোদ্দুর হবে। ছাতা নিয়েছিস তো?

নন্দ বলল—নিয়েছি।

—ফিরবি কবে নন্দ?

—আজ আর ফিরতে পারব না। রাত্তিরটা কোন্নগরেই থাকব। কাল ফিরব।

SCHOOL EDUCATION DI
GOVERNMENT OF WES

এই পাঠে যে যে নতুন যুক্তবর্ণ আছে : **ক্ক ন্ন ত্ত দ্দ**

- ন-ফলা যুক্ত আরও কয়েকটি শব্দ : **গ্ন-ভগ্ন/অগ্নি। ঘ্ন-বিঘ্ন। ত্ন-যত্ন/রত্ন। ম্ন-নিম্ন।**
- ক-ফলা যুক্ত আরও কয়েকটি শব্দ : **ল্ক-উল্কা। ষ্ক-পরিষ্কার। স্ক-পুরস্কার/স্কুল।**

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। কে কে নেমন্তন্ন খেয়েছ? ২। কোথায় খেয়েছ? ৩। কীসের নেমন্তন্ন?

৪। মায়ের দিদি বা বোনকে তুমি কী বলে ডাক?

৫। বাবার দিদি বা বোন তোমার কে হয়?

(পাঠের শেষে)

১। নন্দ কোথায় যাচ্ছে? ২। সেখানে কী হচ্ছে? ৩। কারা আসবে?

৪। তার ছোটোভাই আর মাসতুতো বোনের নাম কী? ইত্যাদি।

৫। **বানান করো : ছক্কা, মত্ত, খদ্দর, অন্নদা, মক্কা, ভিন্ন, যদ্দূর।**

লিখিত প্রশ্ন :

১। ভেঙে দেখাও : **ন্ন** [ ] [ ] **ক্ক** [ ] [ ] **ত্ত** [ ] [ ] **দ্দ** [ ] [ ]

২। শূন্যস্থানে পর পর বসাও : ত্ত ত্তি দ্দ দ্দে ক্কা ক্কি

উ .... র। আপ .... । খ .... র। খ .... র। অ .... । ঝ .... ।

৩। তোমার তৈরি শব্দ পর পর বসাও :

জবাব .... । অমত .... । একরকমের কাপড় ....

যে কেনে .... । মারা যাওয়া .... পাওয়া। ঝামেলা .... ।

৪। নন্দ কোথায় কোথায় যাবে?

নন্দ আগে যাবে .... । শেষে .... ।

৫। ছবির পাশে লেখো : গঙ্গারামের দই সন্দেশ/পান্তুয়া আর চান না/
সবাই বলে খান না মশাই/‘না’ বলে না পান্না।

....

....

....

....

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পাঠ একক : ছয়

পরিবেশ ও আমরা

সামর্থ্য : ১। আনন্দবাবুর মস্ত বাগান-এর ১, ২, ৩-এর অনুরূপ
২। মানবজীবন ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলতে পারা

কী অবাক-করা এই পৃথিবী। গাছপালা, ফলফুল, পশুপাখি, নদীনালা, হাওয়া, মাটি, আলো এমনি কত কী! সূর্য আমাদের আলো আর উত্তাপ দেয়। সূর্য না থাকলে কেউ বাঁচত না। গাছ যেমন মাটি থেকে রস নেয়, তেমনি সূর্যের আলো থেকেও সে খাবার তৈরি করে। সেই গাছ আমাদের ফল দেয়, ফুল দেয়। আবহাওয়াকে শীতল রাখে।

SCHOOL EDUCATION D
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। এই অক্সিজেন আমাদের সকলের বেঁচে থাকার জন্য দরকার। একটা গাছ কাটলে তার বদলে পাঁচটা নতুন চারা আমাদের লাগাতে হবে। ছোটো চারা একদিন মস্ত গাছ হয়ে উঠবে। গাছ বেশি না হলে বৃষ্টি হবে না, মাটি শুকিয়ে যাবে, ফসল ফলবে না। গরমে খুব কষ্ট হবে। নদীনালা পুকুর সবাই বৃষ্টি চায়।

একটা কাঠঠোকরা ঠক ঠক করে শক্ত ঠোঁটে গাছে ঠোক্কর দিচ্ছে। আমরা ভাবছি পাখিটা বড়ো দুষ্টু। আসলে সে গাছের পোকা খাচ্ছে। তাতে গাছ বেশিদিন বাঁচবে।

আমরা যদি একে অন্যের কথা ভাবি তাহলে সকলেরই ভালো হয়।

- এই পাঠে যে যে নতুন যুক্তবর্ণ আছে : **র্য ক্স ক্ত ষ্ট**

- র্য যুক্ত আরও কয়েকটি শব্দ : **কার্য পর্যন্ত আর্য**
- ক্স যুক্ত আরও শব্দ : **বাক্স**
- ক্ত যুক্ত আরও শব্দ : **রক্ত মুক্তা শক্তি**
- ষ্ট যুক্ত আরও শব্দ : **নষ্ট দৃষ্টি পুষ্টি**

বি. দ্র. **র্য = র + য**

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। পরিবেশে যা যা দেখা যায়—মাটি, জল, গাছ, প্রাণী, ঝোপ, ঝাড়, মেঘ, সূর্য ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন।

(পাঠের শেষে)

১। গাছ থেকে আমরা কী কী পাই?
২। সূর্য আমাদের কী কী দেয়?
৩। বৃষ্টি না হলে কী ক্ষতি হবে?
৪। কাঠঠোকরা গাছ ঠোকরায় কেন?
৫। এই পাঠের শেষ বাক্যটি বলো।
৬। গাছ কাটলে নতুন চারা লাগাতে হবে কেন?

লিখিত প্রশ্ন :

১। ভেঙে দেখাও : **র্য-** ☐☐ **ক্ল-** ☐☐ **ক্ত-** ☐☐ **ষ্ট-** ☐☐

২। উপরের যুক্তবর্ণগুলি পর পর শূন্যস্থানে বসাও :

প___ন্ত। বা___। র___। ক___।

৩। শূন্যস্থানে তোমার তৈরি শব্দগুলি পর পর বসাও :

দশ থেকে একশো _____ লেখো। _____ টি খোলা।

মানুষের দেহে _____ আছে। সব কাজে _____ আছে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৪। শূন্যস্থানে পর পর বসাও : দুধ/দুধ/উত্তাপ/অক্সিজেন

মানুষ _____ খায়। গোরু _____ দেয়।

সূর্য _____ দেয়। গাছ _____ দেয়।

৫। আমাদের পরিবেশে আছে এমন ৪টি জিনিসের নাম লেখো :

(১) _____ (২) _____ (৩) _____ (৪) _____

৬। শ্রুতলিখন : **সূর্যবাবু কষ্ট করে/মুক্তা রাখেন বাক্সে ভরে।**

কাজ : প্রত্যেকে একবার বাইরেটা দেখে আসবে। ক্লাসে ঢুকেই সে বাইরে কী দেখল বলবে। প্রত্যেকে একটা দুটো জিনিসের/প্রাণীর নাম বললেই হবে। কিংবা স্কুলে আসার পথে বা বাড়িতে, পাড়ায় কী দেখে সে সম্বন্ধে বলতে পারে।

পাঠ একক : সাত

হিংসার ফল

সামর্থ্য : ১। আনন্দবাবুর মস্ত বাগান পাঠের ১, ২, ৩-এর অনুরূপ
২। অন্যায় করলে পরিণাম যে ভালো হয় না তা বোঝাতে পারা

সাগরের তলে ছিল গুপ্ত পাহাড়। পাহাড়টা কোথায় তা ভালো বোঝা যেত না। ধাক্কা লেগে জাহাজ ডুবে যেত।

এক সাধু ভাবতে লাগলেন জাহাজ কীভাবে বাঁচানো যায়। তাঁর অসম্ভব সাহস। সাগরে ঢেউ উঠছে, ঢেউ পড়ছে। তিমি আছে, হাঙর আছে। সাধু তবু ভয় পেলেন না। সাঁতরে গিয়ে তিনি পাহাড়ের গায়ে একটা ঘণ্টা বেঁধে দিলেন। ঢেউয়ের দোলায় ঘণ্টা বাজত। জাহাজের নাবিকেরা বুঝত পাহাড়টা কোথায়। তাতেই জাহাজ বেঁচে যেত। এজন্য সবাই সাধুর খুব গুণগান করত।

তাতে এক ডাকাতের হিংসে হল। সে সাগরের বুকে ডাকাতি করে বেড়াত। একদিন সে এক কাণ্ড করল। ওই ঘণ্টাটা কেটে দিল।

কিছু দিন বাদে ওই পথেই ফিরছিল সে। চারদিকে ঘন কুয়াশা। ডাকাতটা ভাবল, ইস্ ঘণ্টাটা যদি থাকত। ভাবতে না ভাবতেই জোর ধাক্কা। ভীষণ আওয়াজ করে জাহাজটা ডুবে গেল।

- এই পাঠে যে যে নতুন যুক্তবর্ণ আছে : **প্ত ম্ভ ণ্ট ণ্ড**

- প্ত দিয়ে আরও শব্দ : **সপ্ত** **রপ্ত**
- ম্ভ দিয়ে আরও শব্দ : **আরম্ভ** **শম্ভু**
- ণ্ড দিয়ে আরও শব্দ : **দণ্ড** **খণ্ড**
- ণ্ট দিয়ে আরও শব্দ : **বণ্টন** **কণ্টক**

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। পাহাড় দেখতে কীরকম?

২। একটি পাহাড়ের নাম বলো।

৩। সমুদ্র কে কে দেখেছ?

৪। সমুদ্রের নীচে কী আছে জান?

(পাঠের শেষে)

১। পাহাড়টি কোথায় ছিল?

২। তাতে ধাক্কা লাগলে কী হত?

৩। সাধু কী করলেন?

৪। তার ফলে কী সুবিধা হল?

৫। ডাকাত কী করল?

৬। ঘন কুয়াশায় কী অসুবিধা হয়?

৭। কার কাজ ভালো—সাধুর, না ডাকাতের?

৮। মুখে বলো : সপ্ত রপ্ত কন্টক বন্টন মণ্ডপ মুণ্ড দম্ভ সম্ভব।

লিখিত প্রশ্ন :

১। ভেঙে দেখাও : **প্ত** [ ][ ] **ন্ট** [ ][ ] **ণ্ড** [ ][ ] **ম্ভ** [ ][ ]

২। পর পর বসিয়ে শব্দ বানাও : **প্ত ন্ট ণ্ড ম্ভ**

র .... । **ক** .... **ক**। **কা** .... । **আর** .... ।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৩। শূন্যস্থানে শব্দ বসিয়ে বাক্য রচনা করো : সপ্তাহ/কাণ্ড/আরম্ভ/ঘণ্টা

সাত দিনে এক .... । **সে এক হাসির** ....

খেলা .... **হল।** **ছুটির** .... **বাজল।**

৪। পাঠটি পড়ে উত্তর লেখো :

সাগরের তলে কী ছিল? সেখানে ছিল একটি ....

সাধু কী করলেন? ....

ডাকাত কী করল? ....

৫। শ্রুতলিখন : **ছুটির ঘণ্টা পড়ল। অমনি আরম্ভ হল এক কাণ্ড।**

কাজ : একজন মুখে আওয়াজ করবে, অন্য একজন সে আওয়াজ শুনে এটি কোন্ জন্তু বা পাখির তার নাম বলবে। আওয়াজ : ঘেউ ঘেউ/মিউ/হাম্বা/কা কা/কু কু/ঘু ঘু—ইত্যাদি। নাম : কুকুর/বিড়াল—ইত্যাদি।

আসল কথা

সামর্থ্য : ১। ‘খুকি ও কাঠবেড়ালি’ কবিতার অনুরূপ
২। বিপরীতার্থক শব্দ গঠন করতে পারা

(১)
একটি আছে দুষ্টু মেয়ে,
একটি ভারি শান্ত,
একটি মিঠে দখিন হাওয়া,
আরেকটি দুর্দান্ত।

(২)
আসল কথা, দুটি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
হঠাৎ ভালো হঠাৎ সেটি
দস্যি হয়ে ওঠে।

(৩)
একটি আছে ছিঁচকাঁদুনি
একটি করে ফুর্তি,
একটি থাকে বায়না নিয়ে,
একটি খুশির মূর্তি।

(৪)
আসল কথা, দুটি তো নয়
একটি মেয়েই মোটে,
কান্না হাসির লুকোচুরি
লেগেই আছে ঠোঁটে।

(সংক্ষেপিত)
অজিত দত্ত

- এই পাঠে যে যে নতুন যুক্তবর্ণ আছে : **র্দ স্য র্ত**

- **র্দ যুক্ত আরও শব্দ :** **ফর্দ পর্দা সর্দার**
- **র্ত যুক্ত আরও শব্দ :** **গর্ত কর্তা কীর্তি**
- **স্য যুক্ত আরও শব্দ :** **হাস্য আলস্য**

অনুশীলনী

বি. দ্র. র্দ—র + দ। **রেফ থাকলে র আগে উচ্চারিত হবে। কিন্তু র-ফলা থাকলে র পরে উচ্চারিত হবে।**
যেমন, দ্র = দ + র। **(রেফ দিয়ে কখনও শব্দ শুরু হয় না)**

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। পড়ুয়া, তোমার জানা কবিতা/ছড়া শোনাও।

(পাঠের শেষে)

১। কবিতায় আসল কথাটি কী? ২। খুব ছোটোরা কখন কেঁদে ওঠে? ৩। ওরা কখন হাসে? ইত্যাদি।

লিখিত প্রশ্ন :

১। কবিতা থেকে চারটি যুক্তাক্ষরের শব্দ বেছে নিয়ে লেখো :

. . . . . । . . . . . । . . . . . । . . . . . ।

২। একটি করে শব্দ বসিয়ে বাক্য রচনা করো :

মিষ্টি— আমি মিষ্টি . . . . . ।

খুশি— খুকি মাকে দেখে খুশি . . . . . ।

হাওয়া— হাওয়ায় গাছ . . . . . ।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৩। কবিতার প্রথম স্তবক মুখস্থ লেখো :

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

৪। নীচে প্রতি লাইনে যে শব্দটি অন্যান্য শব্দের বিপরীত শব্দ সেটি পাশে লেখো :

দুষ্টু দুরন্ত শান্ত — . . . . . .

কান্না হাসি কাঁদা — . . . . . .

মিঠে মিষ্টি তেতো — . . . . . .

৫। শ্রুতলিখন : **গর্তে পড়েন কর্তা বাবু/করেন বিকট হাস্য।**

কাজ : কাগজের টুকরোয় লিখতে হবে : একটু হাসো/একটু কাঁদো/গান গাও/একটু নাচো/গালে হাত দাও/উপরে তাকাও/পিছনে হাঁটো—ইত্যাদি। টুকরোগুলো ভাঁজ করে টেবিলে রাখতে হবে। একজন করে আসবে। ভাঁজ খুলে দেখবে। নির্দেশমতো করে দেখাবে।

পাঠ একক : নয়

হরিণের শিং

সামর্থ্য : ১। 'আনন্দবাবুর মস্ত বাগান'-এর ১, ২, ৩-এর অনুরূপ
২। কাউকে/কোনো কিছুকে অবজ্ঞা করা যে অনুচিত—তা বোঝাতে পারা

এক বনে এক হরিণ ছিল। সে রোজ কাছেই এক নদীতে জল খেত।

একদিন সে জল খেতে গেল দূরে—অন্য এক নদীতে। নদীর জলটা আয়নার মতো। জলে তার ছায়া পড়ল। নিজের গায়ের গড়নটা তার পছন্দ হল। মুখটাও ভালোই। আর শিংজোড়ার তো তুলনাই নেই। কী সুন্দর আঁকাবাঁকা ঢেউখেলানো শিং। কিন্তু পাগুলো? পাগুলো কেমন পাতলা আর বিচ্ছিরি।

এমন সময়, এক শিকারি তাকে তাড়া করল। সে খুব জোরে দৌড়োতে লাগল। শিকারির নাগালের বাইরেই সে চলে যেতে পারত। কিন্তু শিংজোড়া আটকে গেল লতায়-পাতায়। সে ভাবতে লাগল—বিচ্ছিরি পাগুলোই তো আমাকে দৌড়োতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু সুন্দর শিংজোড়াই আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল।

সে বুঝল—সুন্দর, অসুন্দর দুই নিয়েই জীবন। কাউকে অবহেলা করতে নেই।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
NT OF WEST BENGAL

- এই পাঠে নতুন যে যে যুক্তবর্ণ আছে : **ন্য, য্য, ত্য**

- আরও কয়েকটি য-ফলা যুক্ত শব্দ :
  ক্য—বাক্য, ঐক্য। গ্য—ভাগ্য। ঠ্য—পাঠ্য। থ্য—মিথ্যা। খ্য—মুখ্য, বিখ্যাত। জ্য—রাজ্য। ণ্য—পুণ্য। দ্য—গদ্য, পদ্য। হ্য—সহ্য (উচ্চারণ সোজ্‌ঝো)।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। শিং আছে এমন একটি পশুর নাম বলো। ২। হরিণ কে কে দেখেছ?

৩। ওরা কোথায় থাকে?

(পাঠের শেষে)

১। হরিণটি কোথায় থাকত? ২। সেখানে কী কী ছিল?

৩। নদীর জলে ছায়া দেখে তার শরীরের কী কী ভালো লাগল?

৪। খারাপ লাগল কোনটা? ৫। কে তাকে তাড়া করেছিল?

৬। কী তাকে বাঁচতে সাহায্য করেছিল? ৭। কী তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল?

৮। গল্পটি পড়ে কী শিখলে?

৯। বলো : সত্য কথা বলেন সদাই / করেন পরের জন্য / তাই আমাদের নিত্যবাবু / এতই গণ্যমান্য।

লিখিত প্রশ্ন :

১। ভেঙে দেখাও : **ত্য-** | | | **ন্য-** | | | **য্য-** | | |

২। শেষ বর্ণে য-ফলা (্য) যোগ করে লেখো :

সত—সত্য। শূন ...... **। খাদ** ...... **। ধন** ...... **।**

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৩। বাঁদিকের বর্ণ শূন্যস্থানে বসিয়ে শব্দ গঠন করো :

ত্য- নি ...... **। স** ...... **। প্র** ...... **হ। অ** ...... **ন্ত।**

ন্য- ব ...... **। মা** ...... **। ক** ...... **া। অ** ...... **।**

য্য- সাহা ...... **। শ** ...... **া।**

৪। বাক্য রচনা করো :

১। হরিণ— ......

২। শিং— ......

৩। ছায়া— ......

৫। শ্রুতলিখন : **বন্যপ্রাণীর জন্য অরণ্য চাই। তাদের হত্যা বন্ধ করতে হবে।**

> **কাজ** : (১) হরিণ ও শিকারির মূকাভিনয়। (২) বোর্ডে একটি ছক এঁকে দিন।
> একজন বাঁদিকের ঘরে লিখবে : বা/প/খা/অ/জ।
> আরেকজন ডানদিকের খোপে য-ফলাযুক্ত বর্ণ বসাবে। যেমন, | বা | ধ্য | | প | দ্য |

পাঠ একক : দশ

দর্জি ও জাদুকর

সামর্থ্য : ১। 'আনন্দবাবুর মস্ত বাগান'-এর ১, ২, ৩-এর অনুরূপ
২। নিজের পেশা নিয়ে অহংকার করা যে ঠিক নয় তা বুঝতে পারা
৩। পরের পেশা নিয়ে বিদ্রুপ করাও ঠিক নয়, তা বোঝাতে পারা

এক জাদুকর এক দর্জির কাছে গর্ব করে বলেছিল—অনেক জাদু জানি। জাদু দেখিয়ে লোককে অনেক আনন্দ দিই।

দর্জি তর্ক না করে বলল, বেশ তো। বলেই সেলাইয়ের কলটা জোরে চালিয়ে দিল।

কলের আওয়াজটা ছোটোদের খুব ভালো লাগে। ওরা ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দর্জির কাজ দেখে। দেখে কাপড় কাটা, মাপজোখ করা, সেলাই করা, বোতাম লাগানো, ছেঁড়া জামা রিপু করা, আরও কত কী। ছোটো-বড়ো সবাই তাকে খুব ভালোবাসে, তার কাজও সকলের পছন্দ।

শেষে দুর্দিন এল। লোকের খাওয়া জোটে না। জাদু দেখতে চাইবে কেন। কিন্তু লোকের জামা পায়জামা ঘাগরা এসব ছাড়া তো চলে না। তাই দুর্দিনেও লোকে দর্জির দোকানে আসে। দর্জিরও তাতে কোনোমতে চলে যায়। কিন্তু জাদুকরের চলে না।

- এই পাঠে নতুন যে যে যুক্তবর্ণ আছে : **র্জ র্ব**

- **রেফ যুক্ত আরও কয়েকটি শব্দ :** **র্খ**—মূর্খ। **র্গ**—দুর্গা। **র্ঘ**—অর্ঘ। **র্চ**—টর্চ। **র্ত**—কর্তা। **র্ধ**—অর্ধ। **র্ণ**—বর্ণ। **র্প**—সর্প। **র্ম**—কর্ম। **র্ষ**—বর্ষা।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। দর্জি কী করে?
২। সেলাই করতে কী কী লাগে?
৩। ম্যাজিক কে কে দেখেছ?
৪। জাদুকরের কাজ কী?

(পাঠের শেষে)

১। দর্জির কাছে কে এল?
২। সে কী বলল?
৩। দুর্দিনে জাদুকরের কী অবস্থা হল?
৪। জাদুকরের এ অবস্থা হল কেন?
৫। বলো : সর্বজিতের দর্প বড়ো / তর্ক করে অনর্গল / গর্জে উঠেই মূর্ছা গেল / মাথায় ঢালো ঠান্ডা জল।

লিখিত প্রশ্ন :

১। ভেঙে দেখাও : **র্জ-** ☐☐ **র্ব-** ☐☐ **র্ক-** ☐☐

২। বাক্যের শূন্যস্থানে ঠিকমতো শব্দ বসাও : সর্দার গর্জন দুর্বল তর্ক

(১) ..... **সবার আগে আগে চলে।**

(২) বাঘের ..... **শোনা গেল।**

(৩) ..... **মানুষটি হাঁটতে পারছে না।**

(৪) দুজনের মধ্যে ..... **বেধে গেল।**

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৩। ছবির নীচে নীচে লেখো : পর্দা সার্কাস সূর্য টর্চ

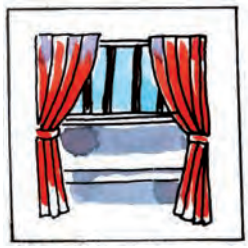

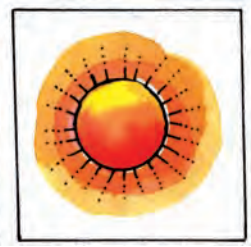

....

৪। শুতলিখন : **সর্বজয়া ফর্দ করেন। সার্কাসে যাবে। আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলো।**

কাজ : কথা শুনে বলতে হবে : (১) খাতা ক্লাস ব্ল্যাকবোর্ড ছুটি = ইস্কুল।
(২) লাঙল গোরু ধান = ? ফিতে কাপড় কাঁচি = ? বই খাতা স্কুল = ? —এরকম আরও কথা বলা যেতে পারে।

পাঠ একক : এগারো

কৃষ্ণনগর

সামর্থ্য : ১। ষ্ণ, শ্ব, ন্ধ, জ্ব —যুক্তাক্ষরগুলো চিনতে, লিখতে, ব্যবহার করতে পারা
২। কৃষ্ণনগরে মাটির পুতুল তৈরি হয়— এই তথ্য জানতে পারা
৩। ঘূর্ণির মাটির পুতুলের খ্যাতি সম্বন্ধে জানতে পারা
৪। এরকম সুন্দর পুতুল গড়ার আনন্দ প্রকাশ করতে পারা

কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর
করছ তুমি কী?
—এই দেখো-না
আমি কেমন
পুতুল গড়েছি।
—কী কী পুতুল?
কী কী পুতুল?
আমায় বল্-না ভাই।
ময়ূর, হরিণ সোনার বরন
আর কী বলো চাই!
বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে আছে
ঘূর্ণিমাটির আলো,
বন্ধু তুমি এঘর-ওঘর
খুশির প্রদীপ জ্বালো।

- ঘূর্ণি : কৃষ্ণনগরের একটি পাড়া। এখানকার মাটির পুতুল, মূর্তি ইত্যাদি বিখ্যাত।

- এই পাঠে নতুন যে যে যুক্তবর্ণ আছে : **র্ণ, ষ্ণ, প্র, শ্ব, ন্ধ, জ্ব**

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। ছবিতে কী দেখছ?
২। মাটির পুতুল কে কে দেখেছ?
৩। পুতুল কোথায় পাওয়া যায়?
৪। তুমি মাটির পুতুল বানাতে পার?

লিখিত প্রশ্ন :

১। যুক্তবর্ণ আলাদা করে দেখাও :

ষ্ণ- | | **শ্ব-** | | **ন্ধ-** | | **জ্ঞ-** | |

২। কার যোগ করে লেখো :

শ্ব + া ..... । **শ্ব + ি** ..... । **শ্ব + ে** ..... ।

ষ্ণ + া ..... । **ষ্ণ + ি** ..... । **ষ্ণ + ু** ..... ।

ন্ধ + া ..... । **ন্ধ + ি** ..... । **ন্ধ + ু** ..... ।

৩। (ক) আগে মুখে মুখে উত্তর দাও :

—কবি কার সঙ্গে কথা বলছেন? —কবিতায় কোন কোন পুতুলের কথা আছে?
—এগুলো কী দিয়ে তৈরি? —'বিশ্ব' কথাটার মানে কী?
—কবি কীসের প্রদীপ জ্বালতে বলছেন? —এখানে বন্ধু কে? পুতুল? কৃষ্ণনগর?

(খ) ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখো :

— ..... — .....

— ..... — .....

— ..... — .....

৪। খোপ থেকে বেছে নিয়ে ঠিক জায়গায় শব্দগুলো বসাও :

প্রদীপ জ্বলে
ঘূর্ণি
কৃষ্ণনগরে
মাটির পুতুল
খুশি

..... একটি জায়গা আছে।
তার নাম ..... ।
সেখানকার ..... নাম করা।
সাঁঝের বেলায় ..... ।
প্রদীপের আলো মনকে ..... করে।

৫। শ্রুতলিখন : কৃষ্ণা এসেছে ঘূর্ণিতে। সে মাটির পুতুল দেখে অবাক। মাটির পুতুল বলে বিশ্বাস হয় না।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পাঠ একক : বারো

শ্যাম ময়রার প্রথম জিলিপি

সামর্থ্য : ১। 'আনন্দবাবুর মস্ত বাগান' পাঠ-এর ১, ২, ৩-এর অনুরূপ
২। দুঃখী মানুষের কষ্টে হাসি ঠাট্টা না করে তার প্রতি যে সহানুভূতি দেখানো দরকার সে কথা বোঝাতে পারা

ক্যাওড়া পুকুরের পাকুড়তলায় শ্যাম ময়রার মিঠাইয়ের দোকান। এখানে বোঁদে, মালপো, প্যাঁড়া এসব পাওয়া যায়। এখন সে জিলিপি ভাজবে। তাই খুব ব্যস্ত।

সামনে বাঁশের মাচাটায় বসে আছে ন্যাপলা, গোবিন্দ, রাজু আর টগর। ওরা কেউ খাচ্ছে প্যাঁড়া। প্যালারাম অন্য কিছু ছোঁবে না। শ্যাম দিনের প্রথম জিলিপিটা একটু বড়ো করে ভাজে। এই জিলিপিটার জন্যই প্যালা হ্যাংলার মতো দাঁড়িয়ে আছে। ছ্যাঁক করে আওয়াজ হবে আর ব্যাসনের লেইগুলো জিলিপি হয়ে উঠবে গরম তেলের মধ্যে।

প্যালা প্রথম জিলিপিটা তো খাবেই তারপর আরও দু-চার খানা। হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল। শ্যাম প্রথম জিলিপিটা ভেজে তুলল। কিন্তু অসাবধানে জিলিপিটা ঝাঁঝরি হাতা থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। ঢালু মেঝেতে গড়িয়ে পড়েই জিলিপিটা চাকার মতো চলতে থাকল। চলতে চলতে একেবারে দোকানের সামনের রাস্তায়। প্যালারাম ছুটে সেটা ধরতে গেল। এমন সময় একটা কুকুর এসে সেটা মুখে তুলে নিয়ে দে ছুট। প্যালা কুকুরের পেছন পেছন ছুটতে গিয়েও কী ভেবে থেমে গেল। ব্যাপার দেখে ন্যাপলারা হেসে উঠল। শ্যামেরও হাসি পেয়েছিল। প্যালার মনের অবস্থা বুঝে সে হাসল না। প্যালাকে ডেকে বলল, ভাবিসনেরে, প্যালা। তোকে দুটো জিলিপি খুব কড়া করে ভেজে দিচ্ছি। খেয়ে দেখ্, ভালো লাগবে।

- **এই পাঠে নতুন যে যে যুক্তবর্ণ আছে :** ক্যা, শ্যা, প্যা, ন্যা, হ্যা, ছ্যা, ব্যা
- **এই ধরনের আরও শব্দ :** ব্যাখ্যা, ব্যাঘাত, খ্যাপা, ফ্যাকাশে, ভ্যাপসা, ধ্যাবড়া, ঠ্যালা, ভ্যাবাচ্যাকা

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। মিষ্টির দোকানে কী কী খাবার দেখতে পাও?

২। কয়েকটি মিষ্টি খাবারের নাম বলো।

৩। কয়েকটি নোনতা খাবারের নাম বলো।

৪। তোমার কী কী মিষ্টি ও নোনতা খাবার ভালো লাগে? ইত্যাদি।

(পাঠের শেষে)

১। শ্যাম ময়রা কোথায় থাকে?

২। তার দোকানে কী কী খাবার পাওয়া যায়?

৩। শ্যাম দিনের প্রথম জিলিপিটা কেমন করে ভাজে?

৪। 'দে ছুট' কথার মানে কী? কার সম্পর্কে এ কথাটা বলা হচ্ছে?

৫। কাছে কে কে দাঁড়িয়ে আছে? ইত্যাদি।

৬। বানান করো : ধ্যান/হ্যাঁ/ব্যাধ/খ্যাতি/শ্যাওলা/ন্যায়

লিখিত প্রশ্ন :

১। য-ফলা বাদ দিয়ে লেখো : **প্যালা** .... । **হ্যাঁ** .... ।

ব্যাসন .... । **ছ্যাঁকা** .... ।

২। প্রথম বর্ণে য-ফলা দিয়ে লেখো : **জাঠা** .... । **তাগ** .... ।

৩। দ্বিতীয় বর্ণে য-ফলা দিয়ে লেখো : **পথ** .... । **ধন** .... ।

৪। শব্দগুলো ঠিক জায়গায় বসাও : ব্যাবসা/শ্যাওলায়/ব্যাঙ/ব্যাট/ল্যাজা

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

(ক) করিমের বাবা .... করেন।

(খ) সৌরভ ভালো .... করে।

(গ) সে মাছের .... খেতে ভালোবাসে।

(ঘ) ডোবাতে অনেক .... থাকে।

(ঙ) পুকুরটি .... ভরে গেছে।

(চ) ক্রিকেটে বল আর .... লাগে।

৫। কীসের ছবি নীচে লেখো। প্রত্যেক শব্দে একটি করে য-ফলা থাকবে।

 ....

৬। শ্রুতলিখন : **কী খেয়েছ? ভ্যাবাচ্যাকা? ছ্যা ছ্যা। কী দেখেছ? ম্যাও ম্যাও? হ্যাঁ হ্যাঁ।**

পাঠ একক : তেরো

পিকনিক

সামর্থ্য : ১। 'আনন্দবাবুর মস্ত বাগান' পাঠের ১, ২, ৩-এর অনুরূপ
২। মিলেমিশে কাজ করার আনন্দ ও সার্থকতা বোঝাতে পারা

ইস্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীরা পিকনিক করতে এসেছে নন্দীপুর গ্রামে। মাস্টারমশাই ও দিদিমণিরাও আছেন। কাঞ্চন নদীর ধারে এই পিকনিক।

সঞ্চিতা, ঝিমলি, টমাস, মনোয়ারা সবাই এসেছে। ভুবন আর পিঙ্কি জল আনছে। সঞ্চিতা আর সাবিনা কলাপাতা ধুচ্ছে। দিদিমণিরা উনুন ধরাচ্ছেন। মাস্টারমশাইরা জঞ্জাল সরিয়ে জায়গাটা সাফ করছেন। সবাই মিলে কাজ করার আনন্দই অন্যরকম।

রান্না হবে ভাত, ডাল, বেগুনভাজা, মাংস। পাঁপড়ভাজা আর চাটনি তো থাকছেই। মিষ্টি আনা হয়েছে—রসমালাই আর সন্দেশ। রান্নার জোগাড় চলছে।

ওদিকে খেলাধুলোও তেমনি চলছে। চিত্ত আর শম্ভু দুটো গাছে জাল টাঙিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলছে। ক্রিকেটও বাদ নেই। গ্রামের ছেলেরা তাতে যোগ দিয়েছে। কিস্কু, জর্জ, সোরাং, ঝিমলিরা কানামাছি খেলছে—

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছোঁ।

শীতের দুপুর, মিষ্টি রোদ। সমস্ত আকাশটা খুশি।

- **এই পাঠে নতুন যে যে যুক্তবর্ণ আছে : স্ক, স্ট, ঞ্চ, ঙ্ক, ব্যা, ন্ট, ক্র, ঞ্জ**

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। পিকনিক বা ফিস্ট কে কে করেছ? ২। কোথায় করেছ? ৩। কী কী খেয়েছিলে? ইত্যাদি।

(পাঠের শেষে)

১। এই পিকনিক কোথায় হয়েছিল? ২। কে কে এসেছে?

৩। নেট লাগে এমন দুটি খেলার নাম বলো। ৪। কারা কানামাছি খেলছে?

৫। কে কী কাজ করছে বা করছেন? ৬। পিকনিকের খাবারের মধ্যে কী কী পদ আছে?

৭। কোন কোন পদের সঙ্গে ভাত বা লুচি হলে ভালো হয়?

৮। বানান করো : অঙ্ক/চঞ্চল/স্কুল/রঞ্জন/স্টেশন।

লিখিত প্রশ্ন :

১। ভেঙে দেখাও :

ন্ট- ☐☐ **স্ক-** ☐☐ **স্ট-** ☐☐ **ঙ্ক-** ☐☐ **ঞ্চ-** ☐☐

২। পর পর বসিয়ে শব্দ বানাও :

ন্ট প্যা . . . . . । **স্কা** পুর . . . . . র।

ঞ্চ কা . . . . . ন। **ঙ্ক** ক . . . . . ণ।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৩। নীচে ঠিক জায়গায় বসাও : ঘেউ ঘেউ/ভন ভন/ভেউ ভেউ/শন শন।

উড়ছে মাছি . . . . . । **ডাকছে কুকুর** . . . . . ।

বইছে বাতাস . . . . . । **কাঁদছে খোকা** . . . . . ।

৪। বাক্য রচনা করো :

স্কুলে— . . . . . ।

স্টেশনে— . . . . . ।

৫। শ্রুতলিখন : **পোস্ট অফিসে এসেছে শশাঙ্ক। সঙ্গে এসেছে বঙ্কু।**

কাজ : (ক) কানামাছি খেলা। যাকে ছোঁবে তার নাম বলতে হবে। নামটি সবাই লিখবে।
(খ) পিকনিকের খাবারগুলোর নাম-লেখা কার্ড বানাবে। সেই কার্ড পকেট বোর্ডে বা টেবিলে থাকবে। একজন একটি খাবারের নাম বলবে, অন্যজন সেই নাম-লেখা কার্ডটি তাকে দিয়ে আসবে।

কারখানা

সামর্থ্য : ১। ষ্ঠ, ক্ষ, স্ত, শ্চ—যুক্তাক্ষরগুলো চিনতে ও লেখায় ব্যবহার করতে পারা
২। পাঠটি কবিতার ছন্দে পড়তে পারা
৩। কারখানার শ্রমিক ও কাজকর্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা প্রকাশ করতে পারা

কারখানাতে ভোরের বেলা
বসে যায় যে কাজের মেলা।
ভোঁ বাজলেই ছোটে সঞ্জয়,
শ্রীকণ্ঠ জন রফি অক্ষয়।
হাত চলছে কলের সাথে,
গড়ার খেলায় সবাই মাতে—
কাস্তে কুড়ুল গাড়ির চাকা
সহজ কি তার হিসেব রাখা?
কী আশ্চর্য কারখানাটি,
আমার চোখে রূপকথাটি।

- **এই পাঠে নতুন যে যে যুক্তবর্ণ আছে :** ষ্ঠ, শ্র, ক্ষ, শ্চ

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। কারখানা কে কে দেখেছ?
২। সেখানে কী হয়?
৩। সেখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কী বলে?
৪। কাস্তে দিয়ে কী করা হয়?
৫। খুন্তি দিয়ে কী করা হয়?
৬। পাঠের ছবিতে কী দেখছ বলো।

লিখিত প্রশ্ন :

১। যুক্তবর্ণ আলাদা করে দেখাও :

ষ্ঠ- ☐☐ **ক্ষ-** ☐☐ **শ্র-** ☐☐ **শ্চ-** ☐☐

২। কার যোগ করে লেখো :

ক্ষ + া ..... । ক্ষ + ি ..... । ক্ষ + ী ..... । ক্ষ + ে ..... ।

ঞ্জ + া ..... । ঞ্জ + ি ..... । ঞ্জ + ু ..... । ঞ্জ + ে ..... ।

শ্র + া ..... । শ্র + ি ..... । শ্র + ু ..... । শ্রে + ে ..... ।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৩। (ক) উত্তর আগে মুখে মুখে দাও। পরে লেখো :

—কারখানা কখন খোলে?
—কারখানার ভোঁ বাজে কেন?
—এই কারখানাটিতে কী কী তৈরি হয়?
—সেখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের নাম কী?

(খ) উত্তরে যা বললে সেগুলো লিখে দেখাও :

— .....
— .....
— .....
— .....

৪। কবিতা থেকে যুক্তাক্ষরের শব্দগুলো বেছে নিয়ে লেখো :

(১) ..... (২) ..... (৩) ..... (৪) .....
(৫) .....

৫। খোপ থেকে শব্দ বেছে নিয়ে ঠিক জায়গায় লেখো :

নিশ্চয়
রক্ষা
বস্তা

(ক) **সে বিপদ থেকে** ..... **পেল।**
(খ) **আলুর** ..... **বাজারে পাঠাও।**
(গ) **আজ** ..... **ঝড় উঠবে।**

৬। শ্রুতলিখন : **গঞ্জে যাও। পশ্চিম ধারে রক্ষিতের দোকান। সেখানে আলু সস্তা। ওরা ভালো পোস্তও রাখে।**

পাঠ একক : পনেরো

খেলার মাঠে

সামর্থ্য : ১। 'আনন্দবাবুর মস্ত বাগান'-এর ১, ২, ৩-এর অনুরূপ
২। খেলাধুলো যে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য তা বোঝাতে পারা

আজ আমাদের ইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। একটা সুন্দর চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে। সেখানে বসে আছেন পুরোনো দিনের কয়েকজন নামি খেলোয়াড়। ওঁরাই পুরস্কার দেবেন। হাইজাম্প, লংজাম্প, সাধারণ দৌড়, মিঠাই-

দৌড়, পা-বাঁধা দৌড়, দড়ি টানাটানি—আরও কত রকম প্রতিযোগিতা। যারা কোনো বিষয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হবে তারা পুরস্কার পাবে। ফাল্গুনি, পান্না আর সেলিম খুব ভালো দৌড়োয়। মেয়েদের দৌড়ে সেলিনা, চম্পা আর রুনার মধ্যে একজনের প্রথম হবার সম্ভাবনা। হাইজাম্পে ওস্তাদ হল রবিন আর পল্লব। দড়ি টানাটানিতে যোগ দেবেন মাস্টারমশাইরা আর পুরোনো ছাত্রেরা। আর মিউজিকাল চেয়ার প্রতিযোগিতায় যোগ দেবেন আমাদের মেয়েরা আর দিদিমণিরা। সব চেয়ে মজার খেলা হচ্ছে 'যেমন খুশি সেজে এসো'। সাজার ঘরটায় গিয়ে আমি তো অবাক। কাউকেই চিনতে পারছি না যে!

EDUCATION DEPARTMENT
MENT OF WEST BENGAL

- **এই পাঠে নতুন যে যে যুক্তবর্ণ আছে : র্ষ ম্প দ্ব ল্প হ্ম**

- **ল-ফলা যুক্ত আর কয়েকটি শব্দ : ক্ল—ক্লাস। গ্ল—গ্লাস। প্ল—প্লেট/প্লাবন। স্ল—স্লেট। ব্ল—ব্লেড। ম্ল—ম্লান। শ্ল—শ্লাঘা। হ্ল—আহ্লাদ (উচ্চারণ হবে—'আল্‌হাদ')।**

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। বিকালে কে কে খেলা কর?
২। কোথায় খেলতে যাও?
৩। কে কে স্পোর্টস দেখেছ?
৪। স্পোর্টসে কী কী খেলা হয়? ইত্যাদি।

(পাঠের শেষে)

১। প্রতিযোগিতায় কী কী খেলা হবে?
২। কে কে ভালো দৌড়োয়?
৩। দড়ি টানাটানিতে কারা যোগ দেবে?
৪। সবচেয়ে মজার খেলা কোন্‌টি? ইত্যাদি।
৫। বলো : বন্ধ দ্বার। সাধ্যমতো। মাঝি মাল্লা। ভূমিকম্প। বনসম্পদ।

লিখিত প্রশ্ন :

১। ভেঙে দেখাও : **দ্ব-** ☐☐ **ল্ল-** ☐☐ **ম্প-** ☐☐

২। পাঠ থেকে ৪টি প্রতিযোগিতার নাম লেখো :

১। ..... ২। .....
৩। ..... ৪। .....

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৩। ছক থেকে শব্দ বানাও :

দ্বি	তীয়
	গুণ

১। .....
২। .....

প	ল্ল	ব
ব	ল্ল	ম
চ	ল্লি	শ

১। .....
২। .....
৩। .....

৪। ঠিক উত্তরটিতে গোল দাগ দাও :

'বার্ষিক' মানে — বর্ষাকাল বাৎসরিক বর্ষণ

চাঁদোয়া মানে — চাঁদা চাঁদের আলো শামিয়ানা

ওস্তাদ মানে — কাজে সেরা মস্ত বড়ো দক্ষ/কুশলী

৫। শ্রুতলিখন : আমি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি। চল্লিশটা পাতা আনবে।

পাঠ একক : ষোলো

আমার মা

সামর্থ্য : ১। 'আনন্দবাবুর মস্ত বাগান' পাঠ-এর ১, ২, ৩-এর অনুরূপ
২। মানুষ বা জীবজন্তু যাই হোক, সকলের জীবনে মায়ের ভূমিকা যে কত বড়ো তা বোঝাতে পারা

আমার নাম মল্লিকা। এই আমাদের বাড়ি। এখানে আমার মা-বাবা ভাই আর আমি থাকি। আমাদের বুধি গাই থাকে। আমি সব্বাইকে ভালোবাসি। বুধির গলায় ঘুন্টি বাঁধা আছে। বুধি মাথা নাড়লে ঘুন্টির শব্দ হয়। বুধি গাইয়ের বাচ্চাটা খুব সুন্দর। বুধি ওর গা চেটে দেয়। সে যখন দুধ খায় বুধি খুব খুশি হয়। আমরা বাচ্চাটার নাম দিয়েছি মিতু। মিতুও তার মাকে খুব ভালোবাসে।

একদিন খুব ছোট্ট ছিলাম। সে সময়ের কথা আমার একটু একটু মনে পড়ে। মা-র কোলে শুয়ে আছি। মা কখনও খাইয়ে দিচ্ছেন, কখনও গল্প বলছেন। কখনও ঘুম পাড়াচ্ছেন। ঘুমপাড়ানি ছড়া গাইছেন—

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি, ঘুমের বাড়ি যেয়ো,
বাটাভরা পান দেব, গাল ভরে খেয়ো।

শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। এখন তো আমি অনেকটা বড়ো। কিন্তু মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে মার কোলে শুই।

একদিন আমি খেলতে বেরোনোর সময় দেখি মা শুয়ে আছেন। মা তো এ সময় শোন না। আমি জিগগেস করলাম—মা, তোমার কি অসুখ করেছে?

'না রে', এই বলে মা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি বললাম—বাবা এলে বলে দেব। তোমার অসুখ করেছে।

মা হাসলেন। মা-র হাসি যে কী মিষ্টি! মাকে আমি কখনও কষ্ট দেব না।

- **এই পাঠে নতুন যে যে যুক্তবর্ণ আছে : ব্ব ব্দ ল্ল ট্ট**

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। তোমার বাড়িতে কে কে আছেন? ২। তোমাদের কোনো পোষা প্রাণী আছে?

৩। থাকলে কোন্ কোন্ প্রাণী আছে? ৪। তোমাকে তোমার মা আদর করে কী নামে ডাকেন? ইত্যাদি।

(পাঠের শেষে)

১। এখানে কার কথা বলা হয়েছে? তাদের বাড়িতে কে কে আছে? বুধি কার নাম? মল্লিকা যখন খুব ছোটো ছিল তখনকার কোন কোন কথা তার মনে পড়ে? মা কোন ছড়াটি গাইতেন? এখন তার কী ইচ্ছা হয়? পাঠের শেষ বাক্যটি বলো।

লিখিত প্রশ্ন :

১। যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাও : **ব্ব-** ☐☐ **ব্দ-** ☐☐ **ল্প-** ☐☐

২। শূন্যস্থানে বসাও : **ব্বা, ব্দ, ল্প**

জো..........। জ..........। অ..........।

৩। উপরে যে শব্দগুলো লেখা হল সেগুলো ঠিক জায়গায় বসাও :

থালায় .... ভাত দাও।

মৌলবি সাহেব .... পরেছেন।

শেয়ালের চালাকিতে সিংহও .... হয়।

৪। **ব্ব, ব্দ, ল্প**—শূন্যস্থানে বসিয়ে শব্দ বলো :

ব.......ম। শ.......। জ.......র।

৫। শ্রুতলিখন :

ঠাকুরদাদা গল্প করেন
কাশেন তিনি খক্ খক্।
সব্বাইকে চমকে দিয়ে
উঠল ডেকে তক্ষক।

কাজ : আত্মীয়দের নাম বলতে হবে। একজন বলবে—মা। আর একজন বলবে—বাবা। এমনি করে দাদা-দিদি, ভাই-বোন, আব্বা-আম্মা, মামা-মামি, ফুপা-ফুপু ইত্যাদি।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পাঠ একক : সতেরো

আমরা করব জয়

সামর্থ্য : ১। 'আনন্দবাবুর মস্ত বাগান' পাঠের ১, ২, ৩-এর অনুরূপ
২। মনের জোর থাকলে মানুষ যে দুঃসাধ্য কাজেও সফল হতে পারে তা বোঝাতে পারা

ইংল্যান্ড ও ফরাসি দেশ। এই দু-দেশের মাঝখানে রয়েছে একটি জলভাগ। জলভাগটির নাম ইংলিশ চ্যানেল। এই চ্যানেলটি ৪২ কিলোমিটার চওড়া। এটি

সাঁতরে পার হয়েছিলেন এপার বাংলা ওপার বাংলার মিহির সেন, ব্রজেন দাস, আরতি সাহা এবং আরও অনেকে। এঁরা সকলে সবল দেহ নিয়েই সাঁতারে নেমেছিলেন। কিন্তু যাঁদের শারীরিক সমস্যা আছে, তাঁরা কি এ কাজটি করতে পারেন? জল বরফের মতো ঠান্ডা, সর্বত্র কাঁটা-গাছ, হাঙর তো আছেই। কিন্তু ১৯৯৭ সালে এক তরুণ এই চ্যানেল সাঁতরে পার হয়েছিলেন। তাঁর দুটো পা-ই নেই। তাঁর নাম মাসুদুর রহমান বৈদ্য। তিনি এই বাংলারই ছেলে। তাঁর অসাধারণ সাহসের জন্য তিনি দেশে ফিরে সকলের আদর পেলেন। তাঁর আগে বাঙ্গালোরের মেয়ে জানকী এই চ্যানেল অনেকটাই পার হয়েছিলেন। তাঁর পা-দুটো ছিল পোলিয়োতে অবশ।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

মনের জোর থাকলে শরীরের সব বাধা জয় করা যায়। আগ্রহ আর পরিশ্রম তো চাই-ই।

- **এই পাঠে নতুন যে যে যুক্তবর্ণ আছে : ন্ড ব্র ত্র দ্য গ্র ল্যা চ্যা**

- **ন্ড-যুক্ত আরও কয়েকটি শব্দ : ন্ড—ঝান্ডা গন্ডা লন্ডভন্ড**
- **র-ফলা যুক্ত আরও কয়েকটি শব্দ : ক্র—চক্র। ঘ্র-ঘ্রাণ। জ্র-বজ্র। ত্র-পাত্র। স্র-স্রোত। ভ্র-ভ্রম।**

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। যাঁরা সাঁতার কাটেন তাঁদের কী বলা হয়? ২। দু-একজন নামকরা সাঁতারুর নাম বলতে পার?

৩। তোমার গ্রাম বা শহরে কোনো সাঁতার প্রতিযোগিতা দেখে থাকলে বলো।

(পাঠের শেষে)

১। ফরাসি দেশ আর ইংল্যান্ডের মধ্যে যে জলভাগটি আছে তার নাম কী?

২। জলভাগটি কতটা চওড়া?

৩। এপার বাংলা, ওপার বাংলার কোন কোন সাঁতারু সেটি সাঁতার কেটে পার হয়েছেন?

৪। এপার বাংলা ও ওপার বাংলা বলতে কোন কোন অঞ্চলকে বোঝায়?

৫। প্রতিবন্ধী কাদের বলা হয়?

৬। প্রতিবন্ধী হয়েও এখানে সাঁতার কেটে নাম করেছেন এরকম কারো কথা জানা থাকলে বলো।

লিখিত প্রশ্ন :

১। যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখাও : **ন্ড-** ☐☐ **ব্র-** ☐☐ **প্র-** ☐☐ **শ্র-** ☐☐

২। শেষ বর্ণে র-ফলা যোগ করে দেখাও :

অগ—অগ্র। **পত** ..... । **শুভ** ..... । **তীব** ..... ।

৩। প্রথম শব্দের প্রথম বর্ণে **র**-ফলা যোগ করে বাক্যগুলো লেখো :

পথমে পড়তে হবে। .....

শাবণে বৃষ্টি হয়। .....

পভাতে সূর্য ওঠে। .....

গামে গাছপালা বেশি। .....

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৪। ডানদিকের ঘর থেকে বেছে নিয়ে বাঁপাশের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

দেশ	.....	**আলস্য**
সবল	.....	**গরম**
পরিশ্রম	.....	**বিদেশ**
জয়	.....	**দুর্বল**
ঠান্ডা	.....	**পরাজয়**

৫। যেটি ঠিক তার পাশে ✓ আর যেটি ঠিক নয়, তার পাশে × দাও :

(ক) শুধু ভারতের সাঁতারুরাই ওই জলভাগ পার হয়েছে। ☐

(খ) ওই জলভাগ বরফের মতো ঠান্ডা। ☐

(গ) কোনো মেয়ে ওই জলভাগ সাঁতরে পার হতে পারেনি। ☐

(ঘ) মাসুদুর রহমান বৈদ্যের দুটো পা-ই নেই। ☐

৬। শ্রুতলিখন : খাতায় বা স্লেটে — **শ্রাবণ মাস। প্রায় সর্বদা বর্ষণ। গ্রামে রাত্রি নামে।**

পাঠ একক : আঠারো

আকাশে ওড়া

সামর্থ্য :	
১।	যথাযথ পাঠ ও আবৃত্তি করতে পারা
২।	কবিতার বক্তব্য বুঝতে ও বলতে পারা
৩।	বাধাবন্ধহীন মুক্ত জীবনের জন্য শিশুমনের আকাঙ্ক্ষার কথা বোঝাতে পারা

ওগো আকাশে ওড়া পাখি
তোমার কী সুন্দর আঁখি।
কী সুন্দর ডানা,
উড়ে যেতে নেই কোনো মানা।

সকাল বেলায় উড়ছ যখন,
আমরা পড়ছি তখন।
ওগো আকাশে ওড়া পাখি,
স্নান করার সময় সাবান মাখি।
তোমরা সাবান মাখ না,
সকাল বেলায় দাঁত মাজ না।
ওগো আকাশে ওড়া পাখি,
আমরা নীচের তলায় থাকি।

পাপু ★

SCHOOL EDUCATION DE
GOVERNMENT OF WEST

- এই পাঠে নতুন যে যুক্তবর্ণ আছে : স্ন

★ পোশাকি নাম সুব্রত সরকার। মাত্র ৮ বছর ৯ মাস বেঁচেছিল। কিন্তু এই বয়সেই কবিতা, নাটক, গল্প লিখে সে নিজের দেখা ও কল্পনার জগৎকে প্রকাশ করেছে। শিশুদের নিজস্ব দেখার জগৎ ও প্রকাশের ভঙ্গি ফুটে উঠেছে এই শিশু-কবিতাটিতে।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। পাখি কোথায় ওড়ে?

২। তুমি কী কী পাখি দেখতে পাও?

৩। পাখিকে দেখে তোমার কী মনে হয়?

৪। যে প্রাণীর পাখা আছে তাকে কী বলে? ইত্যাদি।

(পাঠের শেষে)

১। ছেলেটি কী দেখছে?

২। পাখিকে দেখে তার কী মনে হচ্ছে?

৩। সে কী কী করে যা পাখি করে না?

৪। বক্তা কোথায় থাকে?

৫। আকাশে ওড়া পাখিকে দেখে ছেলেটি প্রথমে পাখিটির কী কী বিষয়ের প্রশংসা করেছিল?

৬। পাখি কি শুধু উড়ে বেড়ায়?

লিখিত প্রশ্ন :

১। ভেঙে দেখাও : **স্ন**- [ ] [ ]

২। শূন্যস্থানে **স্ন** বসাও : ক. ....**ান**। খ. **ে**..............**হ**।

৩। একই অর্থের শব্দ পাশে বসাও : পাখা/নিষেধ/আঁখি

ক. **ডানা** ....। খ. **মানা** ....। গ. **চোখ** ....।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৪। ঠিক জায়গায় বিপরীত অর্থের শব্দ বসাও : সকালে, নীচের তলায়

আমি বিকেলে খেলি, আর .... **পড়ি।**

উপরের তলায় আমাদের শোবার ঘর। .... **রান্নাঘর।**

৫। কার কী আছে, কী নেই, কে কী করে, কী করে না—লেখো :

আমি	পাখি
আমার ডানা— নেই।	**পাখির ডানা— আছে।**
আমার চোখ— ....।	**পাখির চোখ—** ....।
আমি স্নান— ....।	**পাখি স্নান—** ....।
আমি উড়তে ....।	**পাখি উড়তে—** ....।

৬। শ্রুতলিখন : **শুক্রবারে রবীন্দ্র জয়ন্তী। কবি অন্নদা মল্লিক আসবেন।**

কাজ : প্রত্যেকে একটি প্রাণী ও তার সম্বন্ধে একটি দুটি কথা বলবে। (যেমন, আমি হরিণ। আমার লম্বা শিং আছে। আমি ময়ূর। আমি নাচতে পারি)।

পাঠ একক : উনিশ

তপোবন

সামর্থ্য : ১। যতিচিহ্ন অনুসারে সরবে গল্প পড়তে পারা ২। 'কী' 'কীভাবে' ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা
৩। ঘটনাবলির পর্যায়ক্রম স্মরণ করতে পারা ৪। পূর্ণবাক্যে সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা
৫। প্রকৃতির সঙ্গে জীবজগতের সহজ সম্পর্ক থাকলেই পরিবেশের ভারসাম্য ও জীবনযাত্রায় প্রশান্তি বজায় থাকে—পরিবেশচেতনার এই মূল কথাটি বোঝাতে পারা

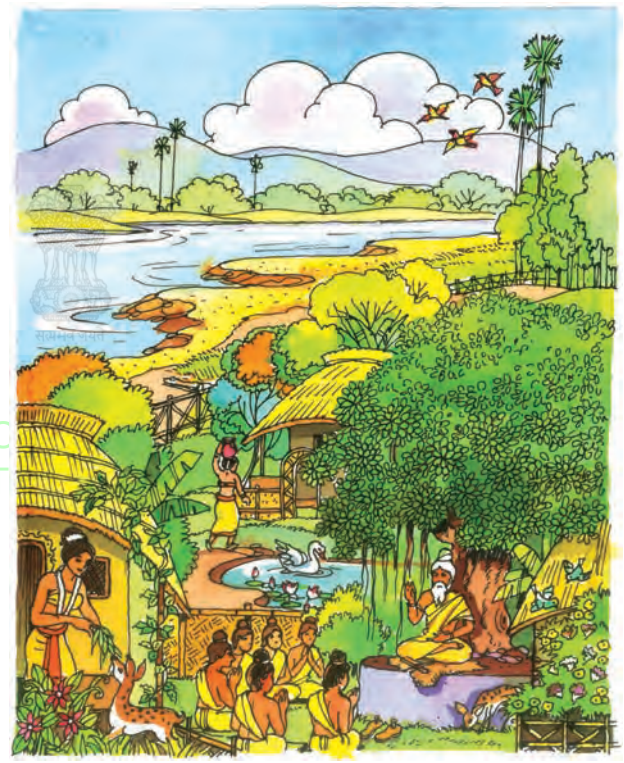

এক যে ছিল বন, তাতে ছিল বড়ো বড়ো বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল—ছোটো নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড়ো স্থির—আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরের ছায়া।

নদীতীরের বনে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে, বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোটো ছোটো পাখি, কত টিয়াপাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোটো ছোটো হরিণশিশু কাশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত। বর্ষায় ময়ূর নাচত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম ৭ আগস্ট ১৮৭১, মৃত্যু ৫ ডিসেম্বর ১৯৫১। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। পিতা—গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা—সৌদামিনী। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। আবার ছোটোদের জন্য অনেক বই লিখেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শকুন্তলা, নালক, ক্ষীরের পুতুল।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে) (পাঠের ছবিটি দেখিয়ে)

১। ছবিতে কী কী দেখছ? ২। এটা কোন্ জায়গার ছবি বলে মনে হচ্ছে—গ্রামের, না শহরের?

৩। কয়েকটি গাছের নাম বলো।

(পাঠের শেষে)

১। পাঠের বিষয় নিয়ে পড়ুয়ারা একজন প্রশ্ন করবে আর দ্বিতীয় জন উত্তর দেবে।

২। ঠিক পরের শব্দটি পাঠ থেকে বেছে নিয়ে বলো : গাছের—। ছোটো নদী—। টিয়া পাখির—। দলে দলে—। বসন্তে কোকিল—।

লিখিত প্রশ্ন :

১। নীচে ঠিক জায়গায় লেখো : **নীচে, শাখায়, কুটির, রাঙা, কোটর, ঝাঁক**

নমুনা : তলায়—নীচে। **ডালে** ....।

কুঁড়ে ঘর ....। **লাল** ....।

গর্ত ....। **দল** ....।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

২। শব্দগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে বাক্য বানাও :

নাচে বর্ষায় ময়ূর। ....

নদীর পড়ে ছায়া জলে। ....

৩। পাঠটি পড়ে কে কী করত লেখো :

হাঁস, বক ....

টিয়ার ঝাঁক ....

কোকিল ....

৪। শ্রুতলিখন : **প্রাচীনকালে ঋষিরা তপোবনে থাকতেন। তাঁদের আশ্রমের পরিবেশ ছিল শান্ত।**

পাঠ একক : কুড়ি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সামর্থ্য : ১। গদ্যাংশটি মান্য উচ্চারণ ও যতিসহ পড়তে পারা
২। বাক্য ও বাক্যের অর্থসহ পাঠটি পড়ে বোঝাতে পারা
৩। পাঠ থেকে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা
৪। মহৎ ব্যক্তির জীবনের কথা জানতে উৎসাহ জাগানো

ছেলেটি বড়োই ডানপিটে। তার দুরন্তপনায় গ্রামের লোক জ্বালাতন। সে পড়শিদের গাছের ফল পেড়ে খায়। ধানখেতে ঢুকে পড়ে শিষ ছিঁড়ে খায়। আবার মাঠে গিয়ে চাষিদের সঙ্গে ধান কাটতে লেগে যায়। মাথায় করে ধান বয়ে আনে খুশিতে।

ছেলেটির নাম ঈশ্বর। তার বাড়ি বীরসিংহ গ্রামে। ঈশ্বরের বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মা ভগবতী দেবী। খুব দরিদ্র পরিবার।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন লেখাপড়ার পর ঈশ্বর তার বাবার সঙ্গে চলে আসে কলকাতায়। সেখানে ঠাকুরদাস এক দোকানে খাতা লেখেন। ঈশ্বরকে এখানে ঘরের অনেক কাজ করতে হয়। বাজার করা, বাটনা বাটা, উনুন ধরানো, রান্না করা, বাসন মাজা এমন সবকিছুই।

কিন্তু তার লেখাপড়া শেখার অদম্য ইচ্ছা। তাই এই খাটুনির মধ্যেও সে পড়াশোনা চালিয়ে যায়। তার খুব মেধা। সে পরিশ্রমী। তার বাসা বড়োবাজারে, আর কলেজ গোলদিঘিতে। পথ কম নয়। সে রোজ হেঁটেই পড়তে যায়।

সব কাজ সামলে তাকে লেখাপড়া করতে হয়। তাই সে রাঁধতে রাঁধতে পড়ে। দিনে সময় কম। ঈশ্বর তাই রাত জেগেও পড়ে। তেলের অভাবে ঘরের প্রদীপে আলো থাকে না। তাই সে রাস্তার গ্যাসের আলোয় পড়ে।

এইভাবে সে কলেজের সব পড়া ভালোভাবে শিখে ফেলল। পরীক্ষায় তার ফল হল আশ্চর্যরকম ভালো। ঈশ্বরের সাফল্যে তার মাস্টারমশাইরা মুগ্ধ। তাঁর উপাধি হল 'বিদ্যাসাগর'।

শব্দার্থ : ডানপিটে—দুরন্ত। পড়শি—প্রতিবেশী। দোকানে খাতা লেখা—কেনাবেচার হিসেব রাখা। অদম্য—কিছুতেই দমানো যায় না এমন। আশ্চর্য—অবাক। জ্বালাতন—বিরক্ত। খাটুনি—পরিশ্রম। মেধা—বুঝতে পারার ক্ষমতা।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। প্রথম ছবিটা কার?
২। দ্বিতীয় ছবির ছেলেটা কে?
৩। ছেলেটা কোথায় কী করছে?
৪। ঘরের কী কী দেখা যাচ্ছে?
৫। পাঠ

(পাঠের শেষে)

১। ঈশ্বরচন্দ্রের মা, বাবা, গ্রাম, ছেলেবেলা—নিয়ে প্রশ্নোত্তর।
২। ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় কবে এলেন?
৩। তাঁর বাবা সেখানে কী করতেন?
৪। সেখানে ঈশ্বরকে কী কী কাজ করতে হত?
৫। তিনি পরীক্ষায় কেমন করলেন?
৬। কী উপাধি পেলেন? ইত্যাদি।

ন্দ্র > ন + দ + র, ন্দ্য > ন + দ + য —এগুলো শিখিয়ে দিতে হবে

লিখিত প্রশ্ন :

১। শূন্যস্থান ঠিকমতো পূর্ণ করো :

ঈশ্বর-এর আসল নাম . . . . . ।

তিনি . . . . . **উপাধি পেয়েছিলেন।**

২। নীচের বাক্যগুলো পড়ে শূন্যস্থান ঠিকমতো পূরণ করো :

ঈশ্বর গ্রামের পাঠশালায় পড়ত। সেখানকার পড়া শেষ করে সে বাবার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসে।

. . . . . **পাঠশালায় পড়ত।**

পাঠশালাটি ছিল . . . . . ।

সে . . . . . **কলকাতায় চলে আসে।**

৩। নীচের বাক্যগুলো ভালো করে পড়ো :

ঈশ্বর বাবার সঙ্গে কলকাতা আসছে। হাঁটা পথ। মাঝে মাঝে বাটনা বাটার শিলের মতো কী একটা পোঁতা আছে। তাদের গায়ে ইংরেজি সংখ্যা খোদাই করা। ওগুলোকে বলে মাইল ফলক। সেগুলো দেখে দেখে ঈশ্বর ইংরেজি সংখ্যা শিখে ফেলল।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

এবার নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক। মাইল ফলক দেখতে কী রকম—সেটা কোন বাক্যে আছে? . . . . . **তৃতীয় বাক্যে** . . . . .

খ। একটি শব্দ ১ম ও ৬ষ্ঠ দুই বাক্যেই আছে। শব্দটি লেখো। . . . . .

গ। 'খোদাই' শব্দটি কোন বাক্যে আছে? . . . . . **বাক্যে**

ঘ। ৫ম বাক্যের শেষ দুটি শব্দ লেখো। . . . . .

৪। নীচের বাক্যটি পড়ে ঈশ্বর সম্পর্কে কী বোঝা যায়? ঠিক উত্তরটির খোপে ✓ চিহ্ন দাও :

ঈশ্বরের দুরন্তপনায় গ্রামের লোক জ্বালাতন।

- ঈশ্বর খুব মেধাবী। ☐
- ঈশ্বর খুব ডানপিটে। ☐
- ঈশ্বর কলকাতা যাচ্ছে। ☐

৫। শুতলিখন : **পরিশ্রম বৃথা যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবন তার প্রমাণ।**

পাঠ একক : একুশ

দুর্গার মুক্তি

সামর্থ্য : ১। স্বাধীনভাবে পাঠটি পড়তে পারা ২। কী, কীভাবে, কেন ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা
৩। বাবা-মার অর্থনৈতিক অবস্থার উপরই যে শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে একথা বোঝাতে পারা
৪। শিশু-শ্রমিকের সামাজিক বঞ্চনায় ও বেদনায় সহমর্মিতা পোষণ করতে পারা

দুর্গারা আগে থাকত জলঙ্গির ধারে। দুর্গার বাবা সদানন্দ নিজের জমি চাষ করতেন। তেমন অভাব ছিল না সংসারে। সদানন্দ দুর্গাকে স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিলেন।

নতুন নতুন বই আর নতুন নতুন পড়া। পড়া ছাড়াও স্কুলে ছিল খেলার মাঠ আর গান শেখার ব্যবস্থা। দিদিমণিরা চমৎকার সব গান শেখাতেন তাদের। পড়া, খেলা আর গান—এই নিয়েই সুখে দিন কাটছিল দুর্গার।

কিন্তু এ সুখ বেশি দিন টিকল না। নদীর ভাঙনে দুর্গাদের বসত বাড়ি, চাষের খেত নদীর মধ্যে তলিয়ে গেল। সবাই নিরাপদ জায়গায় পালাল। সদানন্দর কয়েকজন আত্মীয় কলকাতায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। কাজের খোঁজে সদানন্দ বউ আর মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় সেই আত্মীয়দের কাছে চলে এলেন।

DUCATION DEPARTMENT
ENT OF WEST BENGAL

সদানন্দ এবার রাজমিস্ত্রিদের সঙ্গে জোগানদারের কাজ ধরলেন। হঠাৎ একদিন উঁচু ভারা থেকে পা পিছলে পড়ে সদানন্দ মারা গেলেন। এবার সংসার চলবে কীভাবে? দুর্গার মা ঠিকে কাজ খুঁজে নিলেন। দুর্গাও একটা বাড়িতে সব সময়ের কাজের মেয়ে হয়ে ঢুকে গেল। সেখানে বাড়ির কাজ ছাড়াও বাড়ির মেয়ে শম্পাকে স্কুলে দেওয়া নেওয়া করতে হত। শম্পার স্কুল দেখে দুর্গার নিজের স্কুলের কথা মনে পড়ত। কিন্তু দুর্গা নিরুপায়। কাজের মেয়ের আবার স্কুলে পড়ার সুযোগ কোথায়!

এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। শম্পার মা সেদিন অনেক সময় ধরে মেয়েকে একটা গান শেখাচ্ছিলেন। কিন্তু শম্পা গানের কথাগুলো ঠিকমতো বলতে পারছিল না। দুর্গা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। গানটা তার জানা। হঠাৎ নিজের অজান্তেই শম্পার ভুলে

যাওয়া কথাগুলো গুনগুন করে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। শম্পার মা চমকে উঠে তাকে জিগ্‌গেস করলেন : 'এ গান তুই কোথায় শিখলি'? দুর্গা বলল, 'কলকাতায় আসার আগে আমি গাঁয়ের স্কুলে পড়তাম। সেখানে এই গানটা শিখেছিলাম।'

দুর্গার কথা শুনে শম্পা মাকে বলল, 'মা, দুর্গাদি আগে স্কুলে পড়ত। এখন পড়ে না কেন? দিদিকে স্কুলে ভরতি করে দাও।'

দুর্গাকে স্কুলে ভরতি করার জন্য শম্পা বার বার আবদার করতে লাগল। মা শেষে বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে)

১। তোমার পাড়ার তোমার বয়সি সব ছেলেমেয়ে কি স্কুলে পড়ে?

২। যারা পড়ে না তারা কী করে?

৩। পড়া ছাড়া তুমি আর কী কর?

৪। তোমার কী কাজ করতে ভালো লাগে?

(পাঠের শেষে)

১। দুর্গারা আগে কোথায় থাকত?

২। তাদের গ্রাম ছাড়তে হল কেন?

৩। গ্রাম ছেড়ে তারা কোথায় গেল?

৪। সেখানে সে কী করতে লাগল?

৫। দুর্গার মা কী করতে লাগলেন?

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

শিখিয়ে দিতে হবে : ত্ম > ত + ম। ম্প > ম + প। স্ত্র > স + ত + র

লিখিত প্রশ্ন :

১। আগে কেমন, এখন কেমন লেখো :

	আগে	**এখন**
থাকা :	দুর্গারা থাকত গ্রামে	এখন থাকে শহরে
পড়া :	সে	সে . . . . .
বাবা :	ছিলেন চাষি	হলেন . . . . .

২। দুর্গাদের স্কুলে কী কী হত?

স্কুলে নতুন নতুন _____ পড়া ছাড়াও ছিল _____

দিদিমণিরা শেখাতেন _____

৩। দুর্গার স্কুলে পড়ার কথা জেনে শম্পা মাকে কী করতে বলেছিল?

শম্পা বলেছিল _____ মা তার কথা শুনে বলেছিলেন _____

শ্রুতলিখন : **ভোর হল। সূর্য উঠেছে। পাখিদের ঘুম ভাঙল। এবার তারা ডানামেলে আকাশে উড়বে।**

কাঁদুনি

সামর্থ্য : 'খুকি ও কাঠবেড়ালি' কবিতার অনুরূপ

মশায়!
দেশান্তরি করলে আমায়
কেশনগরের মশায়।
কেশনগরের মশার সাথে
তুলনা কার চালাই?
বাঘের গায়ে বসলে মশা,
বাঘ বলে সে, 'পালাই'।
জাপানিরা ভাগল কেন
খবরটা কি রাখেন?
কেশনগরের মশার মামা
ইম্ফলেতে থাকেন।

EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পলাশির সেই লড়াই যদি
কেশনগরে ঘটত,
কেশনগরের মশার ঠেলায়
ক্লাইভ সেদিন হটত।
মশায়!
দেশান্তরি করলে আমায়
কেশনগরের মশায়!

অন্নদাশঙ্কর রায়

জন্ম ১৫ মার্চ ১৯০৪, মৃত্যু ২৮ অক্টোবর ২০০২। পিতা—নিমাইচরণ, মাতা—হেমনলিনী। বিখ্যাত সাহিত্যিক। প্রচুর উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লিখেছেন। বিশেষ করে ছোটোদের জন্য লিখেছেন বেশ কিছু মজার ছড়া।

কেশনগরে = কৃষ্ণনগরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানিরা মণিপুরের রাজধানী **ইম্ফল** অবধি এসেছিল। ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ **পলাশির** যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ উদ্‌দৌলাকে পরাস্ত করেছিল।

শব্দার্থ : দেশান্তরি—দেশছাড়া। ভাগল—পালাল। ঠেলায়—ধাক্কায়। হটত—সরে যেত।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : **(পাঠের শুরুতে)** ১। তোমরা মশা দেখেছ? ২। মশারা কী করে? ৩। মশা কামড়ালে কী হয়?

৪। মশা থেকে বাঁচার উপায় কী?

(পাঠের শেষে) ১। কবিতাটি এককভাবে/দলবদ্ধভাবে আবৃত্তি করো।

২। 'দেশান্তরি' বলতে কী বোঝা যায়—দেশ ছাড়া? অন্য দেশ? দূর দেশ?

৩। কোথাকার মশার কথা বলা হয়েছে?

৪। পলাশির যুদ্ধ যদি কেশনগরে ঘটত তাহলে ক্লাইভের কী অবস্থা হত?—ইত্যাদি।

লিখিত প্রশ্ন : ১। ঠিক কথাটির নীচে দাগ দাও :

(ক) এটি একটি (দেশভক্তির কবিতা/হাসির কবিতা)

(খ) কেশনগরের মশার কামড় (কিছু নয়/বড়ো ভয়ানক)

২। শূন্যস্থান পূরণ করো :

(ক) কেশনগরের মশারা ছিল বলে . . . . . .

. . . . . .

(খ) কেশনগরের মশারা ছিল না, তাই . . . . . .

. . . . . .

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৩। মশা ছাড়া এমন দুটি পতঙ্গের নাম লেখো যাদের কামড় মারাত্মক।

১। . . . . . ২। . . . . . .

৪। (ক) বর্ণটি ভেঙে দেখাও : **ক্ল—** | | |

(খ) নীচে বাঁদিকের শূন্যস্থানে **ক্লা/ক্লে** ঠিকমতো বসাও এবং ডানদিকের শূন্যস্থানে বন্ধনীর অর্থগুলো ঠিকঠিক লেখো। (অবসন্ন/কষ্ট/শ্রেণি)

	শব্দ	অর্থ
_____	**শ**	_____
_____	**স**	_____
_____	**ন্ত**	_____

৫। শ্রুতলিখন : (যে কোনো কবিতার লাইন) . . . . . .

. . . . . .

পাঠ একক : তেইশ

পরেশনাথ পাহাড়ের ঢালে

সামর্থ্য : ১। স্বাধীনভাবে পাঠটি পড়তে পারা ২। কে, কী, জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা
৩। আদিবাসী মানুষদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানতে পারা
৪। আমাদের মিশ্র সাংস্কৃতিক জীবনে তাদের ভূমিকার গুরুত্ব ও গভীরতা বোঝাতে পারা

পরেশনাথ পাহাড়ের ঢালে মাখারো-চালকুড়ি গ্রাম। শালগাছ পুজো করে ঝড়িলাল গিয়েছে জঙ্গালে। সঙ্গে গিয়েছে বান্টি, তেন্তুয়া, ছেদনা ও ডগড়।

সন্ধে হয় হয়, এমন সময় ঝড়িলালের বাড়িতে চৈতি-নানি এসেছে। চৈতি মাখারো-চালকুড়ির সকলের নানি। নানি ঝড়িলালের ছেলে বুধনকে গল্প শোনাচ্ছে। বুধবারে জন্ম হয়েছে বলে তার নাম বুধন। বুড়ি-মাই এক দুষ্টু শেয়ালনিকে কী করে জব্দ করল সেই গল্পটি নানি বলছে। মুংলি ও ইমলি বুধনের দিদি। ওরাও চৈতি-নানিকে ঘিরে বসেছে।

ভগত গান গাইতে গাইতে ঢুকল—

ডু ডু ডু ডু সনাফুতে আয়েলেও সাঙ্গা ভাই।

— মাদলের বোল শুনে সহোদর ভাই এসেছে।

ইমলি পরেরটুকু গেয়ে ওঠে—

বৈঠা হো সোনেরে পালাংকে।

— ওকে সোনার পালঙ্কে বসতে দাও।

গানটা সকলের প্রিয়।

ইতিমধ্যে গাছের ফাঁক দিয়ে চান্দু-বোঙ্গা অর্থাৎ চন্দ্রদেবতা উঁকি দিয়েছে। বুধন চৈতি-নানির কোল ঘেঁষে চান্দু-বোঙ্গার দিকে চেয়ে আছে।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : **(পাঠের শুরুতে)** ১। তোমরা পাহাড় দেখেছ? ২। দু-একটা পাহাড়ের নাম বলো। ৩। তোমরা জঙ্গল দেখেছ? ৪। জঙ্গলে কী কী গাছ থাকে? ৫। জঙ্গলের ধারে সাধারণত কারা থাকেন? ৬। জঙ্গলের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কেমন?

(পাঠের শেষে) : ১। গ্রামটির নাম কী? ২। গ্রামটি কোথায়? ৩। কে কে গল্প করছে? ৪। গানের দু-কলি বলো। ইত্যাদি।

অর্থ বলো : (১) **সোনেরে** (২) **সনাফু** (৩) **সাঙ্গা** (৪) **পালাং** (৫) **বোঙ্গা** (৬) **চান্দু**।

লিখিত প্রশ্ন : ১। কে কী করছে? একটি করে বাক্য লেখো—

ভগত . . . . . .

চৈতি-নানি . . . . . .

ঝড়িলাল . . . . . .

চান্দু-বোঙ্গা . . . . . .

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

২। চৈতি-নানি সম্বন্ধে নিজের ভাষায় ৪টি বাক্য লেখো। উপরে লেখো—চৈতি-নানি

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

৩। শ্রুতলিখন :

গল্পের নাম দুষ্টু শেয়াল। সহোদর ভাই এসেছে।
ওকে সোনার পালঙ্কে বসতে দাও।

কাজ :
প্রত্যেকে খাতায় একটি ছবি আঁকবে।
খাতাটি আর একজনকে দেবে। সে ছবিটি সম্বন্ধে দু-তিনটি বাক্য লিখে দেবে।
খাতাটি আবার ফেরত দেবে।
সবাই একে একে ছবির নীচে বাক্যগুলো পড়ে শোনাবে।

পাঠ একক : চব্বিশ

এ কেমন খেলা

সামর্থ্য : ১। স্বাধীনভাবে পাঠটি পড়তে পারা
২। কে, কী, কেন, কীভাবে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর বলতে ও লিখতে পারা
৩। শুধু মানুষেরই নয়, জীবজন্তু পশুপাখির জীবনেরও যে সমান মূল্য আছে তা দেখাতে পারা

গ্রামের নাম নাকাশিপাড়া। গ্রামের মাঝখানে একটা ডোবা। পানায় ভরতি। জলবন্দি আগাছা। ডোবাটার কোনায় আগাছা ঘিরে বাস করে কতকগুলো ব্যাঙ। মহানন্দে খেলা করে ওরা। ডুব দেয়, ভেসে ওঠে। এ ওর গায়ে গিয়ে পড়ে। সাঁতার কেটে এখানে যাচ্ছে, ওখানে ভাসছে। মা-ব্যাঙ বাচ্চাদের লাফ-ঝাঁপ দেখে আর খুশিতে ভরে ওঠে তার মন।

সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি। স্কুল ছুটি হয়ে গেল তাড়াতাড়ি। হইহই করতে করতে বাড়ি ফিরছে ক-টি ছেলেমেয়ে। রবিন, রহিম, মিতা, আবদুল, ষষ্ঠী, রোকেয়া, রাসু, দিনেশ। জলে ভিজতে কী আনন্দ!

ছুটতে ছুটতে ওরা ডোবার ধারে এসে পড়ল। ঠিক তখনই একটা ব্যাঙ লাফ দিয়ে বেশ দূরে গিয়ে পড়ল। চোখে পড়ল রাসুর। সবাইকে বলল—ওই দেখ।

কী, কী? সবাই এসে জড়ো হল। বলল—ও তো ব্যাঙ!

রাসু বলল—আয় একটা মজা করি।

অন্য ছেলেমেয়েরা বলল—কী মজা?

রাসু বলল—আয় আমরা ব্যাঙগুলোকে ঢিল ছুড়ি। বেশ খেলা হবে।

আবদুল আর রবিন সায় দিল। কিন্তু রহিম, রোকেয়া আর মিতা বলল—না, ওতে ব্যাঙগুলো মরে যাবে।

আবদুল বলল—ব্যাঙ তো ব্যাঙ। ওরা কি মানুষ?

ওরা সমানে ঢিল ছুড়তে লাগল। ব্যাঙের বাচ্চাগুলোর কোনোটার পা গেল, কোনোটার মাথা। তাদের চিৎকার শুনে মা-ব্যাঙ ছুটে এল। তারপর গলা ফুলিয়ে তার সে কী বুকফাটা চিৎকার! মা যেন বলছে—এ কেমন নিষ্ঠুর খেলা তোমাদের! তোমাদের খেলায় আমরা মরে যাচ্ছি যে! সে যেন কাতর কণ্ঠে বলতে থাকে—দয়া করে বন্ধ করো তোমাদের মরণ-খেলা। ঢিল আর ছুড়ো না তোমরা। মায়ের সুরে সুর মিলিয়ে বাচ্চাগুলোও ডেকে উঠল। ওদের ডাক কান্নার মতো শোনাল।

রক্তাক্ত ব্যাঙগুলোর দিকে তাকিয়ে রোকেয়া আর মিতার কান্না পেল। রাসু আর আবদুলের ঢিলসুদ্ধ হাতের মুঠো নীচে নেমে এল। রবিন তার ঢিল ফেলে দিল। ওরা ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে বাড়ির দিকে।

ব্যাঙগুলো তখনো ডেকে চলেছে—গোঁ গোঁ গোঁ!

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

শব্দার্থ : মহানন্দে—খুব খুশি হয়ে। প্রচণ্ড—দারুণ। নিষ্ঠুর—দয়ামায়াহীন। কাতর কণ্ঠে—ব্যাকুলভাবে। রক্তাক্ত—রক্তমাখা।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে) ১। তোমরা ব্যাঙ দেখেছ? ২। ব্যাঙ কোথায় থাকে? ৩। ব্যাঙ কীভাবে ডাকে? ৪। ব্যাঙের বাচ্চারা কীভাবে খেলে?

(পাঠের শেষে) ১। গ্রামটির নাম কী? ২। ব্যাঙগুলো কোথায় থাকত? ৩। ব্যাঙের গায়ে ঢিল ছোড়ার মতলব প্রথম কার মাথায় এল? ৪। এতে কে কে আপত্তি করল? ৫। ঢিল ছোড়াতে ব্যাঙগুলোর কী হল? ৬। ওদের মা এসে কী বলল? ৭। মায়ের কথায় কী ফল হল? ৮। গল্পটি পড়ে কী শিখলে?

লিখিত প্রশ্ন : ১। গল্প থেকে **ন্দ**-যুক্ত ৩টি শব্দ বেছে নিয়ে লেখো :

১। _____ । **২।** _____ । **৩।** _____

২। বিপরীত অর্থের শব্দ পাশাপাশি লেখো :

দূরে— _____ । **দুঃখ—** _____ । **ভরতি—** _____ ।

৩। ব্যাঙেরা কীভাবে খেলা করছে?

_____

_____

৪। ছেলেমেয়েরা কীভাবে মজা করল?

_____

_____

_____

৫। মা-ব্যাঙ এটাকে মরণ-খেলা বলেছে কেন?

_____

_____

_____

৬। শ্রুতলিখন : **স্কুল ছুটি হয়েছে। তখনও প্রচণ্ড বৃষ্টি। ব্যাঙের বাচ্চাদের মহা আনন্দ।**

_____

_____

_____

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পাঠ একক : পঁচিশ

সুস্থ শরীর সুস্থ মন

সামর্থ্য : ১। স্বাধীনভাবে পাঠটি পড়তে পারা
২। নাটকের সংলাপের মতো করে বলতে পারা
৩। শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও মানসিক সুস্থতার প্রয়োজন বোঝাতে পারা

দৃশ্য ১

মালা — আমিনা ওই দেখ্ দেখ্। কারা যেন পালিয়ে যাচ্ছে।

আমিনা — এই যে, শোনো এদিকে।
(উকুনের মুখোশ-পরা একজনের প্রবেশ) তোমরা কে?

উকুনমুখো — আমরা উকুন।

মালা — পালিয়ে যাচ্ছ কোথায়? কোথায় ছিলে তোমরা?

উকুনমুখো — ছিলাম তো ওসব শুকনো উশকোখুশকো চুলে। তেল পড়ে না, ময়লাভরতি মাথা। ওখানেই যে আমরা থাকি। ময়লা চুলের গোড়াতেই আমরা বাসা বাঁধি।

SOURCE: EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

আমিনা — এখন চলে যাচ্ছ কেন?

উকুনমুখো — এখন দেখছি এখানে কারো মাথায় ময়লা নেই। ধোয়া মোছা পরিষ্কার চুল। এখানে আর থাকি কী করে আমরা।

মালা — এবার কোথায় যাবে?

উকুনমুখো — দেখি। খুঁজে দেখি কার মাথায় ময়লা, কার চুলে চিরুনি পড়ে না। সেখানেই বাসা বাঁধব। চলি।

(গান)

চলল উকুন মাথার খোঁজে
যেই মাথাতে ময়লা ভরা
যেই চুলেতে চলছে খরা
সেটাই উকুন লাগায় ভোজে।

দৃশ্য ২

(দুজনকে দেখা গেল। তাদের মুখে খোস-পাঁচড়ার জীবাণুর মুখোশ পরা)

ডলি, বুবি, নীলু, বনু — তোমরা কারা?

১ম জন — আমরা দেখতে এসেছি তোমাদের কারও গায়ে ময়লা জমেছে নাকি।

২য় জন — তাহলে আমরা তোমাদের চামড়া আঁচড়াব, চামড়া কামড়াব। আর তোমরা তখন চুলকোতে থাকবে। চুলকোতে চুলকোতে চামড়া ছিঁড়ে যাবে। রক্ত পড়বে। কী মজা!

নীলু — ওরে বাবারে! তারপর?

দুজনে একসঙ্গে — তারপর ঘা, পাঁচড়া, খোস হবে।

ডলি, বুবি (একসঙ্গে) — এসব তো খুব ছোঁয়াচে রোগ। যার এসব হয় তার ছোঁয়া লেগে অন্যেরও এসব রোগ হয়। এসব রোগ হলে তাই কেউ তার সঙ্গে মিশতে চায় না।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

নীলু, বনু (একসঙ্গে) — সে তো তাহলে ভারী মন-খারাপ-করা ব্যাপার।

(গান)

আর দেরি নয়, যাও ধুয়ে নাও
গা হাত পায়ে ময়লা যার,
রাখতে হবে যত্ন করে
শরীরটাকে পরিষ্কার।

শরীর হবে পুষ্ট নীরোগ
হাসিখুশি ভরতি মুখ
সুস্থ শরীর সুস্থ মনে
সক্কলেরই দারুণ সুখ।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে) ১। সকালে ঘুম থেকে উঠে কী কী কর? ২। তুমি কি দাঁত মাজ?
৩। কোথায় স্নান কর? ৪। স্নান করে কী কর?
৫। মূকাভিনয় করে দেখাও— (ক) স্নান করা (খ) দাঁত মাজা (গ) চুল আঁচড়ানো (ঘ) মুখ ধোয়া ইত্যাদি।
৬। পদ্যগুলো একসঙ্গে পড়ো/যদি পার সুর দিয়ে গানের মতো গাইতে পার।
(পাঠের শেষে) ১। উকুন কোথায় থাকে? ২। উকুন কোন্ চুলকে ভোজে লাগায়? ৩। কোন্ রোগ খুব ছোঁয়াচে? ৪। এই রোগে কী হয়? ৫। এই রোগকে মন-খারাপ-করা বলা হয়েছে কেন?

স্থ < স + থ — শিখিয়ে দিতে হবে

লিখিত প্রশ্ন : ১। অর্থগুলো পাশে পাশে লেখো : বাসস্থান/অগোছালো/নির্মল/প্রতিদিন/শরীর

১। বাসা . . . . . ।

২। উশকোখুশকো . . . . . ।

৩। পরিষ্কার . . . . . ।

৪। রোজ . . . . . ।

৫। দেহ . . . . . ।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

২। শরীর ভালো রাখার জন্য রোজ করতে হয় এমন ৫টি কাজের কথা লেখো।

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

৩। শ্রুতলিখন : **শরীর ভালো রাখলে সব কাজ করা যায়।**
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে মন প্রফুল্ল থাকে।

পাঠ একক : ছাব্বিশ

দুই বন্ধু

(ছবিতে গল্প)

নির্দেশ : ছবি এবং লেখা দেখে অনুশীলনীতে দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী গল্পটি নিজের ভাষায় লিখতে হবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক সাহায্য করতে পারেন।

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : ১। ছবিগুলোতে কে কী করছে, কী হচ্ছে, এক একজন করে বলে যাও।

২। ছবিগুলো পরপর দেখে গল্পটি বলো।

৩। এরকম আর কোনো ঘটনা/গল্প জানা থাকলে বলো।

লিখিত প্রশ্ন : ১। ছবি অনুযায়ী গল্পটি ছোটো করে লেখো :

(দুজনের মধ্যে যে প্রথমে কথা বলেছে তার নাম বিশু, অন্য জনের নাম শিবু। অন্য যে কোনো দুটি ছেলে-মেয়ের নাম দিলেও চলবে।)

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

২। দুজনের মধ্যে কে বন্ধুর মতো কাজ করেনি?

. . . . . .

৩। তার কী করা উচিত ছিল?

. . . . . .

. . . . . .

পাঠ একক : সাতাশ

চাষ করি আনন্দে

সামর্থ্য : ১। 'খুকি ও কাঠবেড়ালি' কবিতার অনুরূপ
২। মাটির সঙ্গে চাষির নিবিড় সম্পর্ক ও কাজের আনন্দ বুঝতে পারা

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে
সকাল হতে সন্ধে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে,
বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে
চষা মাটির গন্ধে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম পঁচিশে বৈশাখ ১২৬৮, মৃত্যু বাইশে শ্রাবণ ১৩৪৮। পিতা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা—সারদা দেবী। বিশ্ববিখ্যাত কবি। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর রচিত 'জনগণমন অধিনায়ক' ভারতের আর 'আমার সোনার বাংলা' বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত।

[এই কবিতার 'বেলা' শব্দটির উচ্চারণ হবে 'ব্যালা' এবং 'ভরে ভরে'— উচ্চারণ হবে 'ভোরে ভোরে']

অনুশীলনী

মৌখিক প্রশ্ন : (পাঠের শুরুতে) ১। তোমার জানা যে-কোনো একটি কবিতা বলো। ২। তুমি জমি চাষ করা দেখেছ? ৩। জমিতে কীভাবে চাষ হয়? ৪। (ছবি দেখে বলো) কারা চাষ করে?

(পাঠের শেষে) ১। কবিতাটিতে 'আমরা' কারা? ২। তাদের বেলা কখন কোথায় কীভাবে কাটে? ৩। চাষের সময় প্রকৃতিতে কী কী ঘটে? ৪। মাটির গন্ধ কোথায় পাওয়া যায়?

লিখিত প্রশ্ন : ১। যুক্তাক্ষর আছে এমন ৪টি শব্দ পাঠ থেকে বেছে নিয়ে লেখো : নীচে এই সব শব্দের অর্থ লেখো।

ফুর্তিতে - . . . . . **সন্ধ্যা** - . . . . .

বর্ষণ - . . . . . **ঘ্রাণে** - . . . . .

২। নীচে বাঁ দিকের বন্ধনীতে যে সব শব্দ আছে, ডান দিকের বন্ধনীতে এইসব শব্দের বিপরীত অর্থের শব্দ দেওয়া আছে। নীচের ফাঁকা জায়গায় প্রথমে বাঁ দিকের বন্ধনীতে লেখা একটি করে শব্দ লিখে তার পাশে তার বিপরীত অর্থের শব্দটি লেখো :

(সকাল/শুকনো/আনন্দ/আলো) (ভেজা/বেদনা/সন্ধ্যা/ছায়া)

যেমন—

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

	শব্দ	বিপরীত অর্থের শব্দ		শব্দ	বিপরীত অর্থের শব্দ
১।	**সকাল**	**সন্ধ্যা**	৩।	. . . . .	. . . . .
২।	. . . . .	. . . . .	৪।	. . . . .	. . . . .

৩। পাঠের ছবিটি দেখে ৫টি বাক্য লেখো।

. . . . . ।

. . . . . ।

. . . . . ।

. . . . . ।

. . . . . ।

. . . . . ।

. . . . . .

৪। শ্রুতলিখন : **মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। বৃষ্টির বিরাম নেই। কৃষকেরা সারাদিন ব্যস্ত।**

পাঠের আনন্দের জন্য

১. ফাল্গুন

ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল,
ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুল।
চঞ্চল মৌমাছি গুঞ্জরি গায়,
বেণুবনে মর্মরে দক্ষিণ বায়।

স্পন্দিত নদীজল ঝিলিমিলি করে,
জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি বালুকার চরে।
নৌকা ডাঙায় বাঁধা কান্ডারি জাগে,
পূর্ণিমা রাত্রির মত্ততা লাগে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. খুড়োর কাণ্ড

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

বঙ্কাখুড়ো পাড়ার সবার খুড়ো। সাদাসিধে মানুষ। ছোটো-মাথা, লম্বা দাড়ির মানুষ। পড়ার অভ্যাস গভীর রাতে। সেদিন একটা বই পড়ছিলেন প্রদীপের আলোয়। সাপধরা থেকে মুরগি পালন সবই আছে বইটাতে। আর আছে 'নানা ধরন—নানা গড়ন' নামে একটা বিভাগ। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল কয়েকটা লাইন :

খাটো মুণ্ডু লম্বা দাড়ি
বোকচন্দর—
বোকার ধাড়ি।

তাইতো তাইতো! তাঁর মাথাটি তো ছোটোই, আর দাড়িটা লম্বাটে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাঁকে তো বোকা বলেই ভাবে লোকে।

বঙ্কাখুড়ো ভাবল মাথাটা তো বড়ো করা যাবে না। তবে দাড়িটাই কমিয়ে ফেলা যাক। মুণ্ডুটা তিনি এগিয়ে দিলেন। দাড়িটা প্রদীপের উপর ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে দপ্ দপ্ দপ্ দপ্। সব দাড়ি পুড়ে শেষ। আর কী জ্বলুনি-পুড়ুনি!

খুড়ো ভাবলেন বইয়ের কথা কী মিথ্যে হয়! কী বোকা আমি! একেবারে বোকচন্দর বোকার ধাড়ি!

[শিক্ষিকা-শিক্ষকদের জন্য]

সামর্থ্য মূল্যায়ন : মৌখিক

১। শোনা : আপনি কোনো বিষয়ে দু-একটি বাক্য বলুন। পড়ুয়াদের মন দিয়ে সেই কথা শুনতে বলুন। বলার শেষে ছোটো ছোটো প্রশ্ন করুন। উত্তর দিতে বলুন। দেখে নিন সেই উত্তর আপনার বলা বাক্য অনুযায়ী হয়েছে কি না।
(নমুনা : স্কুলে যাবার পথে এক বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে বলল—গাছের ম্যাজিক দেখবি? এই দেখ্—বলেই সে একটি লজ্জাবতী গাছ ছুঁয়ে দিল। গাছটি অমনি নুয়ে পড়ল।)
(প্রশ্ন : বন্ধু কাকে জিগ্‌গেস করল? কী জিগ্‌গেস করল? গাছটির নাম কী? ইত্যাদি।)

২। পড়া : এই শ্রেণির উপযোগী পাঠ্য বইয়ের বাইরে থেকে কোনো লেখা পড়তে দিন।
(নমুনা : দুখির ঘরে জন্ম দুখু মিঞার। পাড়ার সব ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। দুখু চেয়ে চেয়ে দেখে আর তার দীর্ঘশ্বাস পড়ে।)

৩। বলা : (১) সহজ প্রশ্ন করুন।
(নমুনা : দূর্বা ঘাসের রং কী রকম? তুমি কখন ঘুম থেকে ওঠ?)
(২) একজন পড়ুয়াকে একটি প্রশ্ন করতে বলুন। আর একজনকে তার উত্তর দিতে বলুন।
(নমুনা : তুই কী খেতে ভালোবাসিস?)
(৩) নিজের জানা কোনো গল্প বা কোনো অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলুন।
(নমুনা : আমাদের একটি সাদা বেড়াল ছিল। বেড়ালটি একদিন একটা ইঁদুর ধরে এনেছিল। ইঁদুরের লেজটা দুলছিল।)
(৪) নিজের জানা ছড়া/কবিতা আবৃত্তি করতে বলুন।
(৫) ছবি দেখে দু-তিনটি বাক্য বলতে বলুন।
(নমুনা :)

৪। শোনা ও লেখা : বইয়ের বাইরে থেকে শ্রুতলিখন দিন, তাতে কিছু যুক্তাক্ষর যেন থাকে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

সামর্থ্য মূল্যায়ন : লিখিত-১

১। যুক্তাক্ষর ভেঙে দেখাও : ত্র- ☐☐ ক্ষ- ☐☐ ষ্ণ- ☐☐ দ্ব- ☐☐

২। দুটো বর্ণ জুড়ে যুক্তাক্ষর করো :

| ষ | ট | - .... । | হ | ন | - .... । | শ | র | - .... ।

৩। যুক্তাক্ষরের শব্দ বেছে নিয়ে লেখো : শান্ত মিত্র পাঞ্জাব থেকে দিল্লি যাবেন।

১। .... । ২। .... । ৩। .... । ৪। .... ।

৪। বর্ণ ঠিকমতো সাজিয়ে শব্দ গড়ো :
(যেমন : লবেড়া—বেড়াল)

রহশ- .... । সশন্দে- .... ।

জলঙ্গা- .... । মন্তসু- .... ।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৫। শূন্যস্থানে একটি যুক্তবর্ণ বসিয়ে শব্দ গড়ো :

পৃ ......। স ......। ......স। ......শ্ন।

সং ......শ। আন ......। নি ...... াস ।

৬। বানান পড়ে শব্দগুলো লেখো :

স-এ ল, এ-কার, ট ......। ব উ-কার, দ-ধ ......।

চ-এ হ্রস্ব ইকার, ত-এ ত ......। ক-এ ল, আ-কার, স ......।

৭। ছক থেকে শব্দ বানাও :

	ন্য
অ	র্থ
	ন্ধ

১ ....
২ ....
৩ ....

শ্যা	ম	
ক	ম্ব	ল
ম	ঙ্গা	

১ ....
২ ....
৩ ....

সামর্থ্য মূল্যায়ন : লিখিত-২

১। চার দিকের নাম লেখো :

১। ..... । ২। ..... । ৩। ..... । ৪। ..... ।

২। তুমি চারটি শব্দ লেখো। প্রত্যেকটিতে ১টি করে যুক্তাক্ষর থাকা চাই।

১। ..... । ২। ..... । ৩। ..... । ৪। ..... ।

৩। প্রত্যেক গুচ্ছে কোন্ শব্দটি খাপ খায় না? দাগ দাও। ডান দিক থেকে দেখো।

গ্রীষ্ম	বর্ষা	শরৎ	হেমন্ত	মাসি
লঙ্কা	পেঁয়াজ	শরৎ	আদা	রসুন
মা	মাসি	বাবা	আদা	দাদা

৪। বন্ধনীর শব্দ ঠিক জায়গায় বসাও :

(পুস্তক/অন্ধকার/বৃক্ষ/রাত্রি/পূর্ব)

পুব— ..... । রাত— ..... । বই— ..... ।

আঁধার— ..... । গাছ— ..... ।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

৫। বিপরীত অর্থের শব্দ বসাও :

হাসি— ..... । বিশ্রী— ..... । সত্য— ..... ।

প্রশ্ন— ..... । খোলা— ..... ।

৬। কীসের ছবি নীচে লেখো

....

৭। এই প্রাণীটি সম্বন্ধে ৩টি বাক্য লেখো

(১) .....

(২) .....

(৩) .....

সামর্থ্য মূল্যায়ন : লিখিত-৩

আমাদের নৌকো বাঁক ঘুরল। দুই তীরে লম্বা লম্বা গাছ। নিকুঞ্জবাবু বললেন—ওই দেখো সুন্দরবন, ভালো করে দেখে নাও। কেমন চুপচাপ। একটি কুমির ডাঙা থেকে জলে নেমে যাচ্ছে। পুষ্পর গা ছমছম করছে। নিকুঞ্জবাবু বললেন—ভয় নেই, আমি আছি। পুষ্প হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : ওই হরিণ!

১। উপরের বাক্যগুলো পড়ো। নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) এটি কোথাকার বর্ণনা বলে মনে হয়? তার নীচে দাগ দাও :
(পাহাড়ি বনের/সুন্দরবনের/একটি শালবনের)

(খ) চারটি যুক্তাক্ষরের শব্দ বেছে নিয়ে লেখো :

১। ..... ২। ..... ৩। ..... ৪। .....

(গ) কুমিরটা কী করছে? .....

(ঘ) পুষ্প চেঁচিয়ে উঠল কেন? .....

(ঙ) (তুমি একটি প্রশ্ন করো) (তোমার প্রশ্নের উত্তর লেখো)

..... ? .....

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

২। ডান দিক থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে বসাও। 'ঘ'-এর প্রশ্নটি তুমি লেখো :

(ক) আমি স্কুলে ..... । (যাচ্ছি/যাচ্ছ/যাচ্ছে)

(খ) বন্ধুরা সবাই ..... । (আসবি/আসবেন/আসবে)

(গ) দিদিমণি মেলার গল্প ..... । (বলেছে/বলেছ/বলেছেন)

(ঘ) ..... ।

৩। বাক্য রচনা করো। 'ঘ'-এ একটি যুক্তবর্ণের শব্দ বসাও ও বাক্য রচনা করো :

(ক) সন্দেশ- ..... । (গ) পদ্ম- ..... ।

(খ) সূর্য- ..... । (ঘ) .....

সামর্থ্য মূল্যায়ন : লিখিত-৪

১। ছবিটি দেখে, অন্তত ৬টি বাক্য লেখো :

(১) ভাত বাড়া হয়েছে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

২। তুমি বাঁ দিকের খোপে একটি ছবি আঁকো। ওই ছবি অনুযায়ী ডান দিকে ৪টি বাক্য লেখো :

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

ভাষা শিক্ষার বিষয়ে কিছু কাজের নমুনা

পাঠ-অনুযায়ী

পিঁপড়ে ও ফড়িং	:	পড়ুয়ারা পিঁপড়ে ও ফড়িং-এর সংলাপ অভিনয়ের মতো করে বলতে পারে।
খুকি ও কাঠবেড়ালি	:	কাঠবেড়ালির ছবিতে রং দিতে পারে।
হরিণের শিং	:	১। জঙ্গালের ছবি আঁকা ও তার কাট-আউট দেখিয়ে জঙ্গালের গাছপালা, পশুপাখির পরিচয় দেওয়া। ২। হরিণ ও শিকারির মূকাভিনয়।
কৃষ্ণনগর	:	১। মাটির বিভিন্ন জিনিস তৈরি, সেগুলো দেখানো, ২। সেগুলির ছবি আঁকা।
পিকনিক	:	পিকনিকে খাবারের নাম কার্ডে লেখা, কার্ড পকেটবোর্ডে রাখা। একজন একটি খাবারের নাম বলবে, অন্যজন সেই কার্ড তুলে তা দিয়ে আসবে। (২৮ পৃষ্ঠার 'কাজ' অংশটি)
কারখানা	:	কারখানায় তৈরি জিনিসের ছবি আঁকা। ছবির কাট-আউট করা। সেগুলো শনাক্ত করা। নামগুলো স্লেটে/খাতায় লেখা।
পরেশনাথ পাহাড়ের ঢালে	:	একদল ভগতের গান সাঁওতালি ভাষায় এক লাইন বলবে, অন্যদল তার বাংলা তরজমা করে বলবে।
চাষ করি আনন্দে	:	গানটি সমবেত কণ্ঠে গাওয়া।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

এছাড়া

গল্প বলা : শিক্ষিকা-শিক্ষক নিজেদের জানা ঘটনা বলবেন এবং পড়ুয়াদের দিয়ে তাদের নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলাবেন।

এ কেমন খেলা	: পশু-পাখিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার ঘটনা।
দুর্গার মুক্তি	: অভাবের জন্য, অসুবিধার জন্য ছোটো ছেলেমেয়ের পড়তে না পারার ঘটনা, বাধা কাটিয়ে লেখাপড়া করে উন্নতি লাভের ঘটনা, ইত্যাদি।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	: মাইলফলক চেনার ঘটনা (৪৩ পৃষ্ঠায় বাক্সের মধ্যে ৩ সংখ্যক প্রশ্নে), স্টেশনে কুলি হয়ে শ্রমবিমুখ যুবকের মালপত্র বওয়ার ঘটনা ইত্যাদি।
আমরা করব জয়	: শারীরিক দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার ঘটনা (হেলেন কেলারের জীবনীমূলক বা অন্য কোনো ঘটনা জানা থাকলে)।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

পাঠে ও শিখনে ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ

যুক্তবর্ণ পরিচিতির জন্য পাঠের ক্রমানুযায়ী যে যুক্তবর্ণগুলি আছে		অতিরিক্ত যুক্তবর্ণের সংযোজন	বাংলা বর্ণের লিপিরূপ (বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুসরণে) প্রচলিত	পরিবর্তিত স্বচ্ছরূপ	অপরিবর্তিত লিপিরূপ
ন্দ	স্য	ব্জ	ক্ত ...	... ক্ত	জ্ঞ = (জ + ঞ)
স্ত	র্ত	গ্ন	ঙ্গ ...	... ঙ্গ	ক্ষ = (ক + ষ)
ন্ত	ন্য	ঘ্ন	ণ্ড ...	... ণ্ড	ট্ট = (ট + ট)
চ্চ	য্য	ত্ন	ন্ধ ...	... ন্ধ	ত্ত = (ত + ত)
জ্জ	ত্য	ম্ন	ঞ্চ ...	... ঞ্চ	ত্থ = (ত + থ)
চ্ছ	র্জ	ঞ্জ	ঞ্ছ ...	... ঞ্ছ	হ্ন = (হ + ন)
ঙ্গ	র্ব	ল্ক	ঞ্জ ...	... ঞ্জ	হ্ণ = (হ + ণ)
ক্ক	র্ক	ষ্ক	ঙ্ক ...	... ঙ্ক	ত্র = (ত + র)
ন্ন	র্ণ	ক্ট	ব্ধ ...	... ব্ধ	ভ্র = (ভ + র)
ত্ত	ষ্ণ	প্ট	দ্ধ ...	... দ্ধ	স্ব = (স + ব)
দ্দ	প্র	গ্ধ	গ্ধ ...	... গ্ধ	ষ্ম = (ষ + ম)
র্য	শ্ব	দ্ধ	ন্থ ...	... ন্থ	ষ্ঠ = (ষ + ঠ)
ক্স	জ্ব	ড্ড	স্থ ...	... স্থ	স্প = (স + প)
ক্ত	ন্ধ	ক্য	হ্ম ...	... হ্ম	ম্ব = (ম + ব)
ষ্ট	ন্ড	খ্য	হৃ ...	... হৃ	দ্ভ = (দ + ভ)
প্ত	ব্র	গ্য	ক্র ...	... ক্র	ন্ড = (ন + ড)
ম্ভ	ত্র	জ্য	ত্রু ...	... ত্রু	
ণ্ট	দ্য	ঠ্য	ক্রু ...	... ক্রু	
ণ্ড	গ্র	ণ্য	ব্রু ...	... ব্রু	
র্দ	শ্র	থ্য	দ্রু ...	... দ্রু	
		হ্য			
		র্খ			

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

যুক্তবর্ণ পরিচিতির জন্য পাঠের ক্রমানুযায়ী যে যুক্তবর্ণগুলি আছে		অতিরিক্ত যুক্তবর্ণের সংযোজন	বাংলা বর্ণের লিপিরূপ (বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুসরণে) প্রচলিত			পরিবর্তিত স্বচ্ছরূপ	অপরিবর্তিত লিপিরূপ
স্ক	ক্যা	র্গ	স্রু	...	...	স্রু	ন্ঠ = (ন + ঠ)
স্ট	শ্যা	র্ঘ	শ্রু	...	...	শ্রু	ন্ট = (ন + ট)
ঞ্চ	প্যা	র্চ	শ্রূ	...	...	শ্রূ	ক্ট = (ক + ট)
ঙ্ক	ন্যা	র্ত	গু	...	...	গু	স্ট = (স + ট)
ব্যা	হ্যা	র্ধ	শু	...	...	শু	
ন্ট	ছ্যা	র্প	রু	...	...	রু	
ক্র	ঠ্যা	র্ম	রূ	...	...	রূ	
ঞ্জ	দ্যা	ঘ্র	হু	...	...	হু	
শ্চ	স্ন	জ্র	ন্তু	...	...	ন্তু	
ণ্ঠ		ত্র	ধ্রু	...	...	ধ্রু	
ক্ষ		স্র	স্তু	...	...	স্তু	
র্ষ		ক্ল	ষ্ণ	...	...	ষ্ণ	
ম্প		গ্ল	হ্ন	...	...	হ্ন	
দ্ব		প্ল					
ধ্য		স্ল					
ল্ল		ব্ল					
ল্গ		ম্ল					
ব্ব		শ্ল					
ব্দ		হ্ল					
ল্প		স্থ					
		স্ম					
		ষ্ঠ					
		ম্ব					
		ক্স					

বি. দ্র. : যেখানে **স্বর বা ব্যঞ্জন চিহ্নের এবং যুক্তবর্ণের স্বচ্ছলিপিরূপের** ব্যবহার করা সম্ভব সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে ওই স্বচ্ছরূপের অনুশীলন অভিপ্রেত।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

অভিধান

অ

অক্সিজেন— এক ধরনের গ্যাস যা জীবকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে

অজান্তে— জানতে না পেরে, চোখের আড়ালে, অজানিতে, গোপনে

অদম্য— যাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না

অনেকক্ষণ— ঢের সময়

অবশ— অসাড়

অবস্থা— দশা, হাল, গতিক

অবাক— আশ্চর্য, আশ্চর্যের ভাব

অভাব— না-থাকা, টানাটানি

অর্থ— কথার মানে; টাকাকড়ি

অসম্ভব— সম্ভব নয় এমন, যা হতে পারে না
বিপ. সম্ভব

অসাধারণ— সাধারণত যা ঘটে না অথবা দেখা যায় না, বিশেষ ধরনের
বিপ. সাধারণ

অসাবধান— সাবধান বা হুঁশিয়ার নয়। বিপ. সাবধান

অসুখ— শরীর খারাপ, রোগ, কষ্ট

আ

আওয়াজ— শব্দ, রব

আঁখি— চোখ, নয়ন

আগাছা— যে সব বাজে গাছ আপনা থেকেই জন্মায় ও বেড়ে উঠে জমি দখল করে

আগাপাশতলা— মাথা থেকে পা অবধি, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত

আগ্রহ— তীব্র ইচ্ছা

আঙিনা— উঠোন, চত্বর

আড়ি— কথা বলা বন্ধ

আত্মীয়— আপনজন
বিপ. অনাত্মীয়

আদর— সোহাগ, স্নেহ, প্রীতি
বিপ. অনাদর

আনন্দ— খুশির ভাব, আহ্লাদ; লোকের নাম
বিপ. বিষাদ

আবদার— বায়না, অনুচিত দাবি

আবহাওয়া— জলবায়ু

আম্রমুকুল— আমের বউল

আয়না— আরশি, মুকুর, দর্পণ

আশ্চর্য— অবাক করা, অদ্ভুত, আজব

আসল— আদত, মূল, প্রধান
বিপ. নকল

ই

ইচ্ছা— কিছু পেতে চাওয়া, বাসনা
বিপ. অনিচ্ছা

ইতস্তত— এদিক সেদিক, দোটানা

উ

উত্তর— জবাব

উত্তাপ— গরম ভাব, তাপ

উপাধি— লেখাপড়া বা ভালো কাজের জন্য পাওয়া সম্মান, খেতাব

উশকোখুশকো— এলোমেলো, অগোছালো

ও

ওস্তাদ— নিপুণ, কুশলী, দক্ষ, গুরু

ক

কল্পনা— মন থেকে গড়ে নেওয়া, অনুমান

কষ্ট— দুঃখ, যাতনা, ব্যথা;

কাকলি— পাখির ডাক

কাজের মেয়ে— বাড়ির ঘরকন্নার কাজে সাহায্যকারী মেয়ে বা বউ, ঝি, চাকরানি, পরিচারিকা

কাণ্ড— ব্যাপার, ঘটনা; গাছের গুঁড়ি

কান্ডারি— যে হাল ধরে, মাঝি

কাতর— উতলা, ব্যাকুল

কারখানা— যেখানে যন্ত্রপাতির সাহায্যে জিনিসপত্র তৈরি হয়

কুটির— কুঁড়ে ঘর, ছোটো বাড়ি

কুয়াশা— জমির উপর বাতাসে ভেসে-থাকা মিহি জলকণার আবরণ

কোটর— গর্ত, খোঁদল, খোপ

ক্রীড়া— খেলাধুলো

খ

খরা— একেবারে শুকনো, শুখা; অনাবৃষ্টি

খাটুনি— বেশি কাজ, মেহনত, পরিশ্রম

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

খাতালেখা— দোকানে কেনাবেচার হিসাব লিখে রাখার চাকরি

খাল— মাটি কেটে জল জমাবার বা বের করার খাত, পরিখা

খুশি— আনন্দ, আহ্লাদ, আমোদ

খেলোয়াড়— যে খেলে, খেলুড়ে

খোদাই— পাথর বা ধাতুর গায়ে কেটে কেটে লেখা

গ

গড়ন— আড়া, চেহারা, ছাঁচ, গঠন

গন্ধ— শুঁকে যা টের পাওয়া যায়, বাস, সৌরভ

গর্ব— দেমাক, বড়াই, অহংকার

গুণগান— সুখ্যাতি, প্রশংসা, তারিফ

গুপ্ত— যা দেখা যাচ্ছে না, অদৃশ্য

ঘ

ঘটনা— যা ঘটেছে, ব্যাপার

ঘণ্টা— ধাতুর তৈরি টুং টুং বা ঢং ঢং করে এমন বাজনা

ঘন— গাঢ়, জমাট, পুরু

ঘরের কাজ— বাড়ির কাজকর্ম

ঘাগরা— কোমর থেকে গোড়ালি অবধি ঝোলানো মেয়েদের ঢিলে পোশাক

ঘুন্টি— খুব ছোটো ঘণ্টা

চ

চঞ্চল— ছটফটে, অস্থির
বিপ. শান্ত

চমৎকার— খুব ভালো, তাক লাগার মতন
বিপ. বিশ্রী

চষা মাটি— লাঙল দেওয়া হয়েছে এমন জমি

চাঁদোয়া— ছাউনি, শামিয়ানা

চান্দুবোঙ্গা— চন্দ্রদেবতা

চাষ— জমিতে ফসল ফলানো, আবাদ

চাষি— যে চাষ করে, ফসল ফলায় যে, কৃষক

চিৎকার— জোরে কথা বলা, চ্যাঁচানি

ছ

ছিঁচকাঁদুনি— অল্পেই কেঁদে ওঠে যে

ছোঁচা— অতিশয় লোভী

ছোঁয়াচে রোগ— একজনের শরীরের ছোঁয়া লেগে অন্যের শরীরে চলে যাওয়া অসুখ, সংক্রামক পীড়া

ছোট্ট— খুব ছোটো, অতি ক্ষুদ্র
বিপ. বড্ড

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

জ

জঙ্গল— বন, অরণ্য, ঝোপঝাড়

জঞ্জাল— বাজে জিনিস, আবর্জনা

জব্দ— নাকাল, নাজেহাল

জয়— জিত, হারিয়ে দেওয়া, সফল হওয়া
বিপ. পরাজয়

জাদু— ম্যাজিক

জাদুকর— ম্যাজিক দেখায় যে

জামা— সেলাই-করা যে কাপড়ে গা ঢাকা দেওয়া হয়, কামিজ, কুর্তা

জিগগেস— জানতে চাওয়া, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা

জীবজন্তু— পাখি ও মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী

জীবাণু— খুব ছোটো প্রাণী যা খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না

জোগাড়— জড়ো করা, সংগ্রহ; আয়োজন, ব্যবস্থা

জোরে দৌড়— দ্রুত গতিতে ছোটা

জ্বালাতন— উৎপাত, বিরক্ত

ঝ

ঝাঁঝরি হাতা— গায়ে ফুটো করা এক রকমের হাতা

ঠ

ঠান্ডা— শীত শীত ভাব
বিপ. গরম

ঠিকে— অল্প সময়ের জন্য, সাময়িকভাবে

ঠোক্কর— ধাক্কা, হোঁচট, আঘাত

ড

ডাইনি— ক্ষতি করতে পারে এমন নারী। কোনো কোনো সমাজে কুসংস্কারের বশে বিশ্বাস করা হয় যে, কোনো কোনো নারী মন্ত্রতন্ত্র বা ঝাড়ফুঁকের সাহায্যে লোকের অনিষ্ট করতে পারে। এই রকমের নারীকে বলা হয় ডাকিনী। আসলে এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ অলৌকিক

ডাকাতি— ডাকাতের কাজ, জোর করে জিনিসপত্র টাকাকড়ি নিয়ে চলে যাওয়া, লুটপাট

ডানপিটে— দুরন্ত, দুর্দান্ত, দুঃসাহসী

ডানা— যার সাহায্যে ওড়া যায়, পাখা

ডোবা— জল-ভরতি বড়ো গর্ত, ছোটো পুকুর

ত

তপোবন— মুনি ঋষিদের আশ্রম
তরুণ— নবীন, যুবা, অপরিণত, কচি
তলিয়ে যাওয়া— তলায় বা নীচে চলে যাওয়া, ডুবে যাওয়া
তুলনা— সাদৃশ্য, দু-এর মধ্যে একরকম ভাব

দ

দরিদ্র পরিবার— গরিব সংসার
দর্জি— কাপড় সেলাই আর পোশাক তৈরি করা যার পেশা
দস্যি— দুরন্ত, অশান্ত
দারুণ— খুব বেশি, অতিশয়, প্রবল
দুরন্তপনা— দামাল ভাব, দুষ্টুমি
দুর্দান্ত— দুরন্ত, দামাল, দারুণ, অতিশয়
দুর্দিন— আকাল, বিপদের সময়
দুষ্টু— বদমাশ, পাজি, ডানপিটে
দেশান্তরি— নিজের দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে এমন

ধ

ধাক্কা— হঠাৎ ঠ্যালা, চাপ, ঠোকাঠুকি
ধীর পায়ে— আস্তে হেঁটে, মন্থর গতিতে

ন

নাগাল— ধরাছোঁয়ার মধ্যে, হাতের সীমায়
নানি— দিদিমা
নাবিক— যে জাহাজ কিংবা নৌকো চালায়
নামি— নামজাদা, ডাকসাইটে, বিখ্যাত
নিরাপদ— আপদ বিপদের ভয় নেই এমন, নির্বিঘ্ন
বিপ. বিপজ্জনক
নিরুপায়— উপায়হীন, অপারক, অসহায়
নিষ্ঠুর— দয়াহীন, অকরুণ, নির্মম
বিপ. দয়ালু
নীরোগ— রোগহীন, সুস্থ
বিপ. রুগ্‌ণ
নুলো— পশুর থাবা, ঠুঁটো
নেমন্তন্ন— ভোজে কিংবা উৎসবে কিংবা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ডাক, নিমন্ত্রণ

প

পছন্দ— মনের মতন, ইচ্ছার সঙ্গে মেলে এমন
পড়শি— কাছাকাছি বাসিন্দা, একই এলাকার মানুষ, প্রতিবেশী
পড়াশোনা— লেখাপড়া, অধ্যয়ন, বিদ্যাভ্যাস
পরিবেশ— মানুষজন পশুপাখি গাছপালা আলো বাতাস বাড়িঘর নদী-পর্বত সব কিছু নিয়ে মানুষের চারপাশের অবস্থা
পরিশ্রম— খুব বেশি খাটুনি, মেহনত
পরিশ্রমী— খুব খাটিয়ে, মেহনত করে এমন
বিপ. অলস
পরিষ্কার— ময়লা নয়, নোংরা নয়, সাফ, পরিচ্ছন্ন
বিপ. নোংরা
পাঠশালা— শিশুদের পড়াবার জায়গা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইস্কুল
পাতলা— সরু, রোগা, হালকা
বিপ. মোটা, ঘন
পানা— জলে-ভাসা শ্যাওলার মতন উদ্ভিদ
পায়জামা— ঢোলা পাতলুন
পালঙ্ক— খাট
পাহাড়— ছোটো পর্বত, টিলা
পিকনিক— বনভোজন, চড়ুইভাতি
পুঞ্জিত— জমে উঠেছে এমন, রাশি-করা
পুরস্কার— পারিতোষিক, বকশিশ
পুষ্ট— নাদুসনুদুস, নধর, শক্তিশালী
বিপ. অপুষ্ট
পেটুক— যে খেতে ভালোবাসে, খাওয়ার জিনিস দেখলেই যার লোভ হয়
পোশাকি— তুলে রাখা, অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য
বিপ. আটপৌরে
প্রকাশ— ফুটে ওঠা, বেরিয়ে আসা, উদয়, বিকাশ
বিপ. গোপন
প্রচণ্ড— খুব বেশি, প্রবল
বিপ. অল্প
প্রতিবন্ধী— যার কোনো অঙ্গ বিকল, পঙ্গু
প্রতিযোগিতা— একের সঙ্গে অন্যের শক্তি কিংবা কৃতিত্বের পরীক্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা
বিপ. সহযোগিতা
প্রদীপ— পিদিম, বাতি, আলো

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

প্রবেশ— ভিতরে যাওয়া, ঢোকা
বিপ. প্রস্থান
প্রিয়— যা কিংবা যাকে ভালো লাগে, প্রীতিভাজন
বিপ. অপ্রিয়

ফ

ফুর্তি— মজা, আনন্দ, আমোদ, উল্লাস, স্ফূর্তি

ব

বজ্জাতি— বদমায়েশি, দুষ্টুমি
বন্দোবস্ত— ব্যবস্থা, আয়োজন, জোগাড়
বন্ধ করা— আটকানো, হতে না দেওয়া
বন্ধু— সখা, মিত্র
বিপ. শত্রু
বসত— বাস করার জায়গা; লোকালয়
বস্তি— শহরের গরিব মানুষদের জন্য সস্তা ও জনবহুল বাসস্থান
বাচ্চা— শিশু, কমবয়েসি; সন্তান, শাবক
বিপ. ধাড়ি, বুড়ো
বাতাস— হাওয়া, বায়ু
বাধা— ব্যাঘাত, অন্তরায়, নিষেধ, মানা
বায়না— আবদার
বার্ষিক— প্রতি বছর ঘটে এমন, বাৎসরিক
বালুকা— বালি
বাসা— থাকার জায়গা, আবাস
বিকশিত— ফুটে উঠেছে এমন, প্রস্ফুটিত
বিচ্ছিরি— কুৎসিত, কদাকার
বিপ. সুশ্রী
বিপদ— আপদ, দুর্দশা, ঝঞ্ঝাট
বিপরীত— উলটো, বিরুদ্ধ
বিল— জলাভূমি, বাওড়
বিশ্ব— পৃথিবী, জগৎ, দুনিয়া
বিস্তর— ঢের, অনেক, প্রচুর, দেদার।
বিপ. অল্প
বীজ— শস্যের ফল, বিচি
বুলি— কথা, শব্দ; শেখানো কথা
বেণুবন— বাঁশবন
ব্যবস্থা— বন্দোবস্ত, আয়োজন, জোগাড়
ব্যস্ত— উতলা, অস্থির; রত, যুক্ত
ব্যাপার— ঘটনা, কাণ্ড, অবস্থা, হালচাল
ব্যাসন— ডালের গুঁড়ো

ভ

ভাঙন— ভেঙে পড়া, ধস
ভারা— উঁচুতে উঠে কাজ করার জন্য তৈরি মাচা
ভারী— খুব, শক্ত; বেশি ওজনের; ভার বা বাঁক বয় যে।
বিপ. হালকা
ভীষণ— ভয়ানক, সাংঘাতিক, দারুণ

ম

মজা— আমোদ, রগড়, ফুর্তি
মত্ততা— বিভোর ভাব, আকুলতা
মন্দ— খারাপ, বাজে, অসৎ
বিপ. ভালো
ময়রা— মিষ্টি খাবার তৈরি ও বিক্রি করে যে
ময়লা— নোংরা, অপরিষ্কার, জঞ্জাল, আবর্জনা
বিপ. পরিষ্কার
মর্মর— শুকনো পাতার মর্‌মর্‌ আওয়াজ
মস্ত— বিশাল, প্রকাণ্ড
বিপ. ছোটো
মহানন্দে— খুব খুশি হয়ে
মাচা— জমি থেকে একটু উঁচুতে বাঁশ দিয়ে তৈরি পাটাতন
মাদল— ঢোলের মতো বাজনা
মানা— বারণ, নিষেধ; মান্য করা, পালন
মাপজোক— সীমা বা পরিমাণ হিসাব করা
মালী— বাগানের গাছপালা দেখাশোনা করে যে
মিঠাই— মিষ্টি খাবার, মিষ্টান্ন
মুক্তি— ছাড়া পাওয়া, রেহাই, উদ্ধার
মুখোশ— অন্যের মুখের চেহারার আদলে যা পরা হয়, নকল মুখ
মুগ্ধ— মোহিত, বিভোর
মূর্তি— আকৃতি, চেহারা, রূপ
মৃত্যু —মরণ, জীবনাবসান
মেধা— বোঝবার ক্ষমতা; বোধশক্তি, বুদ্ধি

য

যত্ন— সেবা, লালন, খাতির, আদর

র

রক্তাক্ত— রক্ত মাখা
রাঙা— লাল, রক্তের মতো রং
রাজমিস্ত্রি— পাকা বাড়ি বানানোর কারিগর

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

রাস্তা— পথ, সড়ক

রিপু করা— কাপড়ের ছেঁড়া অংশ সেলাই করে জোড়া দেওয়া

রূপকথা— ছেলেভোলানো অবাস্তব কাহিনি

রোদ্দুর— রোদ, সূর্যের তাপ

ল

লড়াই— যুদ্ধ, সংগ্রাম, সমর

লেই— ডাল বা ময়দার কাই, আঠালো মণ্ড

লেখাপড়া— পড়াশোনা, বিদ্যাচর্চা, অধ্যয়ন

শ

শক্ত— শক্তি ধরে এমন, কঠিন, মজবুত
বিপ. নরম

শব্দ— আওয়াজ, ধ্বনি; বর্ণ বা অর্থযুক্ত বর্ণসমষ্টি

শরীর— দেহ, কায়া

শান্ত— ধীর, স্থির; ঠান্ডা, বিনীত
বিপ. অশান্ত

শিকারি— বনের পশুপাখি মারা যার নেশা

শিষ— শস্যের ডগা; আগুনের শিখা

শীতল— ঠান্ডা, স্নিগ্ধ
বিপ. উষ্ণ

শ্রুতলিখন— শুনে শুনে লেখা

স

সংসার— ঘরকন্না, গৃহস্থালি

সক্কালবেলা— ভোর, দিনের শুরু

সন্ধে— দিনের শেষ ও রাত্রির আরম্ভ, সন্ধ্যা

সবল— যার খুব শক্তি আছে, বলবান
বিপ. দুর্বল

সব্বাই— সকলে, সবাই

সমস্ত— সব, যাবতীয়

সম্ভাবনা— যা হতে পারে এমন, কিছু ঘটার মতো অবস্থা

সর্বত্র— সব জায়গা, সব দিকে

সহজ— সোজা, সরল, অনায়াস
বিপ. কঠিন

সহোদর— একই মায়ের সন্তান

সাঁতার— জলে গা ভাসিয়ে হাত আর পা চালিয়ে এগিয়ে যাওয়া

সাঙ্গা ভাই— সহোদর ভাই

সাফ— নোংরা দূর, পরিষ্কার

সাফল্য— সফলতা, কৃতকার্যতা
বিপ. ব্যর্থতা

সায়— সম্মতি, সমর্থন
বিপ. অমত

সারি সারি— এক সারিতে সাজানো, সারবন্দি

সাহস— বীরত্ব, নির্ভয়তা, হিম্মত

সাহায্য— সহায়তা, মদত

সীমান্ত— শেষ সীমা

সুখ— আরাম, তৃপ্তি, আনন্দ
বিপ. দুঃখ

সুন্দর— ভালো দেখতে, সুশ্রী, সুদর্শন
বিপ. কুৎসিত

সুযোগ— উপযুক্ত সময়, ঠিক ঠিক যোগাযোগ

সুস্থ— ভালো শরীর, নীরোগ
বিপ. অসুস্থ

সোনেরে— সোনার মতো রঙের

স্কুল— বিদ্যালয়, ইস্কুল

স্থির— নড়ে না এমন, নিশ্চল; নিশ্চিত, ঠিক
বিপ. অস্থির

স্নান— মাথা থেকে পা পর্যন্ত গোটা শরীর ধুয়ে ফেলা, নাওয়া, চান, গোসল

স্পন্দিত— একটু একটু কাঁপা, ঈষৎ কম্পিত

হ

হইহই— চিৎকার, চ্যাঁচামেচি, কোলাহল

হঠাৎ— আচমকা, সহসা

হাসিখুশি— হাসি আর আনন্দে ভরা

হিংসা— পরের ভালো দেখতে না পারা, ঈর্ষা, অসূয়া

হোঁতকা— মোটা, স্থূলকায়

হ্যাংলা— কোনো কিছু পাওয়ার জন্য প্রবল ইচ্ছা যার, যার খুব লালচ, লোভী

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

একটি পিরিয়ড
সময় : ৪০ মিনিট

একটি নমুনা পাঠ-টীকা
পাঠ একক - ১— যুক্তবর্ণ শেখা

বিষয় : বাংলা
শ্রেণি : দ্বিতীয়
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪০/৫০
তারিখ :

পাঠ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা	কাম্য সামর্থ্য	প্রক্রিয়া	উপকরণ	মূল্যায়ন	মন্তব্য
পাঠ-একক ১ যুক্তবর্ণ শেখা	১ + ১ + ১ + ১ + ১ + ১ + ১ + ১ + মোট পিরিয়ড = ৮	১। শিক্ষিকা/শিক্ষকের মুখে বারবার শুনে যুক্তবর্ণগুলি বলতে পারা। ২। পাঠের মধ্যে যুক্তবর্ণগুলির লিপিরূপ চিনতে পারা। ৩। যুক্তবর্ণের বর্ণগুলিকে আলাদাভাবে চিনতে পারা। ৪। পাঠের মধ্যের যুক্তবর্ণের শব্দগুলি ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারা। ৫। ন্দ, স্ত, ন্ত দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করতে পারা। ৬। এই যুক্তবর্ণগুলি ঠিকভাবে লিখতে পারা। (পাঠের) ৭। ন্দ, স্ত, ন্ত দিয়ে পাঠ্য বহির্ভূত নতুন শব্দ লিখতে পারা। ৮। এই বর্ণগুলির শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে পারা।	১। সহজ, সুপরিচিত এবং প্রচলিত ছড়া, কবিতা ও গল্প শোনা ও বলা। ২। যুক্তবর্ণের কিছু শব্দ সম্পর্কে সাধারণ কিছু প্রশ্ন করা। ৩। পাঠ্যবিষয় বহির্ভূত প্রশ্ন করার পর্বে পাঠ্যবই-এর ছবির আলোচনা। ৪। পাঠের মধ্যের যুক্তবর্ণের উচ্চারণ ঠিক রেখে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সঙ্গে পড়তে বলা। ৫। প্রথমে একসঙ্গে, পরে জোড়ায় জোড়ায় এবং তারপরে একা একা বলানো। ৬। যুক্তবর্ণ ন্দ, স্ত, ন্ত শেখার পর এই যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলতে বলা। ৭। যুক্তবর্ণগুলি প্রথমে দেখে দেখে লেখা, পরে নিজে নিজে লেখা। ৮। যুক্তবর্ণের শব্দগুলি দিয়ে ছোটো ছোটো বাক্য লেখা। ৯। তিনটি অথবা চারটি উপ-এককে ভাগ করে এই পাঠ এককটি পড়াতে হবে।	ব্ল্যাক-বোর্ড, চক, ডাস্টার, পকেট-বোর্ড, কার্ড, কাট-আউট, মাটির গুলি, মাটি বা ফেলা জিনিস দিয়ে তৈরি পুতুল, দেশলাই বাক্স, দেশলাই কাঠি, টেপরেকর্ডার, ছবির বই, ছোটো ছোটো কাগজের বাক্স ইত্যাদি।	১। ছবি দেখে, প্রশ্ন শুনে বুঝে উত্তর দেওয়া। ২। যুক্তবর্ণগুলি চিনে বলতে পারা; শব্দ থেকে যুক্তবর্ণ আলাদা করতে পারা; বর্ণগুলি ভেঙে দেখাতে পারা; ওই বর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ গড়তে পারা। ৩। শিক্ষিকা/শিক্ষকের বলা ছড়া, কবিতা, গল্প শুনে বুঝে সঠিক উচ্চারণে বলতে পারা। ৪। যুক্তবর্ণ বলতে ও লিখতে পারা। ৫। ছক থেকে শব্দ বানাতে পারা। ৬। শূন্যস্থানে যুক্তবর্ণের শব্দ বসাতে পারা। ৭। যুক্তবর্ণ দিয়ে ছোটো ছোটো বাক্য লিখতে পারা।	একইভাবে যুক্তবর্ণের পাঠগুলি করে যেতে হবে। বোর্ডে শিক্ষিকা/শিক্ষক যুক্তবর্ণ লিখে দেখাবেন। পকেট-বোর্ড ও পকেট কার্ড ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে করতে দিলে আনন্দ পাবে। হাতে-কলমে পকেট-বোর্ডে কার্ড লাগিয়ে যুক্তবর্ণ শিখলে, খুব অল্প সময়ে সব ছাত্র/ছাত্রীরাই যুক্তবর্ণ আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে। এতে পাঠটি জীবন্ত ও মনোগ্রাহী হয়ে উঠবে।

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

নমুনা মূল্যায়ন পত্র

সময় : ৩০ মিনিট | একক ভিত্তিক | পূর্ণমান : ২০

পাঠ— আনন্দবাবুর মস্ত বাগান

(যুক্তবর্ণ চেনা, বলা, লেখা)

মৌখিক :

১। কয়েকটি যুক্তবর্ণ দেখিয়ে (অন্তত আটটি) ৪

মস্ত, আনন্দ, সুমন্ত, পছন্দ, বন্দোবস্ত, সীমান্ত, সমস্ত, শান্ত— শব্দগুলি বলানো।

২। আনন্দবাবুর বাগানের ছবি দেখিয়ে (অন্তত দুটি) প্রশ্ন করা। ২

৩। সুমন্ত কার বাগানের মালী? সে কী পছন্দ করে না? ২

৪। স + ত — স্ত
ন + ত — ন্ত } এই দুটি যুক্তবর্ণ দিয়ে চারটি শব্দ বলো। ৪

লিখিত :

১। যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখো : ন্ত ☐☐ স্ত ☐☐ ২

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

২। ছক থেকে শব্দ তৈরি করো : ২

বস	ন্ত
দুর	

(১) _____ ।

(২) _____ ।

৩। খালি জায়গায় তোমার জানা পাঠের যুক্তবর্ণ বসাও : ২

হাতির _____ বড়ো শুঁড়।

সুমন্ত খুব _____ মানুষ।

৪। এই পাঠের বাইরে থেকে তোমার জানা যুক্তবর্ণ আছে এমন দুটি শব্দ লেখো : ২

১। _____ ।

২। _____ ।